ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 29 June, 2024 ■ আগরতলা ২৯ জুন ২০২৪ ইং ■ ১৪ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নিট ইস্যুতে সরগরম সংসদের উভয়কক্ষ, মুলতবি

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.)।। নিট-ইউজি পরীক্ষায় অনিয়ম ইস্যুতে লোকসভায় আলোচনা চাইলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। শুক্রবার লোকসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর রাহুল গান্ধী বলেন, 'আমরা বিরোধী দল ও সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের শিক্ষার্থীদের একটি যৌথ বার্তা দিতে চাই, যে আমরা এই বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। তাই, আমরা ভেবেছিলাম শিক্ষার্থীদের সম্মান করার জন্য আমরা আজ নিট নিয়ে আলোচনা করব, একটি উৎসর্গীকৃত আলোচনা।'

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এদিন নিট নিয়ে আলোচনার দাবি জানান, একই দাবি জানান বিরোধী দলের সাংসদরাও। তখন স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের ওপর ধন্যবাদজ্ঞাপন হবে আগে। বিরোধীরা নিজেদের দাবিতে অনড় থাকলে লোকসভার অধিবেশন দুপুর ১২টা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

রাজ্যসভাতেও নিট ইস্যুতে আলোচনার দাবি জানান কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। এরপর রাজ্যসভার অধিবেশনও বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

এদিকে, রাজ্যসভার ওয়েলে নেমে পড়লেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। শুক্রবার খাড়গে ওয়েলে নেমে পড়ায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। এদিন ধনখড় বলেছেন, 'আজ ভারতীয় সংসদের ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত দিন, স্বয়ং বিরোধী দলনেতা ওয়েলে এসেছেন। এমনটা আগে কখনও ঘটেনি। আমি ব্যথিত, মর্মাহত।'

এদিকে, রাজ্যসভার ওয়েলে নেমে আসা প্রসঙ্গে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, 'এটি তাঁর (রাজ্যসভার চেয়ারম্যান) ভুল। আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভিতরে গিয়েছিলাম। কিন্তু তারপরও তিনি তাঁকাননি, আমি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করছিলাম, তবুও তিনি তাঁকাননি। আমি অবশ্যই বলব, এটি চেয়ারম্যান সাহেবের ভুল ছিল এবং এই রাজ্যসভার মর্যাদা বজায় রাখা উচিত। নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, লক্ষাধিক শিক্ষার্থী উদ্বিগ্ন, তাই জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আমরা কাউকে বিরক্ত করতে চাইনি।'

কাউকে রেয়াত করা হবেনা ঃ ধর্মেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.) ।। কাউকে রেয়াত করা হবে না, নিট-ইউজি পরীক্ষায় অনিয়ম ইস্যুতে এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। একইসঙ্গে বিরোধীদের কাছে তাঁর আর্জি, শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করবেন না। নিট ইস্যুতে সংসদে বিরোধী সাংসদদের প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে শুক্রবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, 'আমরা কাউকে রেয়াত করব না। যারা এনটিএ-এর দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিনিয়র আধিকারিকদের, এসবই সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রমাণ... আমি বিরোধীদের কাছে আবেদন করতে চাই, তাঁরা যেন শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত না করে।' কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান আরও বলেছেন, 'সরকার সব ধরনের আলোচনার জন্য প্রস্তুত, তবে সব কিছুই হওয়া উচিত পরম্পরা এবং নম্রতা বজায় রেখে। রাষ্ট্রপতি নিজেই গতকাল যখন তাঁর ভাষণে পরীক্ষার বিষয়ে কথা বলেছেন, তখন তা সরকারের উদ্দেশ্য দেখায় যে আমরা যে কোনও সমস্যা মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। সরকারের দায়িত্ব দেশের যুব সমাজের প্রতি, দেশের শিক্ষার্থীদের প্রতি... সরকার তাঁদের পক্ষে দাঁড়াতে প্রস্তুত, তাহলে বিভ্রান্তি কেন? আমরা কঠোরতম ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছি এবং সিবিআই সবাইকে ধরতে যাচ্ছি, সংস্কারের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য উচ্চপর্যায়ের কমিটিও গঠন করা হয়েছে, বিরোধীদেরও রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে আলোচনায় যোগ দেওয়ার অনুরোধ করছি।'

বঙ্গে ভোট পরবর্তী হিংসা

নাড্ডার কাছে রিপোর্ট জমা দিলেন বিপ্লবের নেতৃত্বে তথ্যানুসন্ধানী দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। পশ্চিমবঙ্গে উদ্ভূত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য বিজেপি রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে চার সদস্যক কমিটি গঠন করেছিলেন। আজ ওই কমিটির প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রীয় সভাপতির হাতে রিপোর্ট তুলে দিয়েছেন। আজ রিপোর্ট পেশ করার পর সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক নৃশংসতা ও প্রশাসনিক সন্ত্রাসের বাস্তব চিত্র সম্বলিত দলিল তথা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির প্রতিনিধিরা আজ রিপোর্টটি ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। গণতন্ত্র ও রাজ্যের মানুষের রক্ষায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শপথ নিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারি তন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে সংবিধান ও গণতন্ত্রকে হত্যা করে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার এক কালো অধ্যায় রচনা করলেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, শাসক দল তৃনমূল আশ্রিত সমাজদ্রোহীরা বিরোধী দলের কর্মী ও ভোটারদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছেন। তৃনমূলের আশ্রিত গুন্ডাদের দ্বারা প্রকাশ্য ভীতি প্রদর্শন, হুমকি, সহিংসতা এবং আক্রমণ বাংলায় নির্বাচনের একটি অত্যন্ত লজ্জাজনক। তার থেকে মর্মান্তিক ঘটনা হল তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতির নারীরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে ঘটে যাওয়া ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাজনক। যার কাছে নারীর মর্যাদা গুরুত্বপূর্ণ নয়, নির্বাচনে জয়লাভ করা বড় বিষয়। সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব আরো বলেন, নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের সন্ত্রাস নতুন বিষয় নয়। প্রতিটি নির্বাচনের পরে পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়। মহিলাদের নির্যাতন, ধর্ষণ সহ হত্যার ঘটনা প্রায়শই ঘটে চলেছে। সেখানে কোনো প্রশাসনিক সাহায্য পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। কোন ধরনের এফআইআর নেওয়া হচ্ছে না। থানা পুলিশ গুলিকে তৃণমূল কংগ্রেসের অফিস ঘর বানিয়ে রেখেছে তৃণমূল কর্মীরা। এ ধরনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, ভোটের ফলাফল প্রকাশের পরের দিনই মানুষের বাড়ি ঘরে ঢুকে হত্যা করা হচ্ছে বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, ৬-৭ জন মিলে মহিলাদের ধর্ষন করছেন। মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এ ধরনের ঘটনা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

বিষপানে আত্মহত্যা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ২৮ জুন।। পারিবারিক কলহের জেরে বিষপানে আত্মহত্যা করল এক যুবক। মৃত যুবকের নাম নীল কুমার পাল। ঘটনা ফটিকরায়ের এমরাবাসা এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, পিতার সাথে ঝগড়া করে রাগান্বিত হয়ে বিষপান করে আত্মহত্যা করল এক যুবক। ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে এমরাবাসা এলাকার বাসিন্দা নীলকুমার রুদ্রপাল নামে এক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ দিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংগঠন মন্ত্রী বি.এল সন্তোষের সাথে সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা।

প্রতিবন্ধী নাবালিকা নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৮ জুন ।। এক শারীরিক প্রতিবন্ধী নাবালিকা নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনা কৈলাসহরের গৌরনগরে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কৈলাসহর গৌরনগর এলাকা থেকে একটি নাবালিকা নিখোঁজের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এব্যাপারে কৈলাসহর মহিলা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে , ওই এলাকার বাসিন্দা আত্তর আলীর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে নিগো বাণিজ্য নিয়ে

বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন মথার সিটিজেন ফোরামের সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৮ জুন।। সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রশাসন ও বিজেপির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন ২০২৩ সালের ৫২-চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তিপ্রা মথা দলের প্রার্থী তথা তিপ্রা মথা দলের সিটিজেন ফোরামের রাজ্য সভাপতি রঞ্জন সিনহা।

নিগো বাণিজ্যে নিয়ে অশান্ত কৈলাসহরে অশান্ত পরিস্থিতি। তবে এবার শহরের অশান্ত ও উৎশৃঙ্খল পরিবেশ নিয়ে মুখ খুললেন এক সময়ের ঊনকোটি জেলার প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি তথা বর্তমান তিপ্রা মথা দলের সিটিজেন ফোরামের রাজ্য সভাপতি রঞ্জন সিনহা।

শুক্রবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ উনার কৈলাসহরের চিরাকুটি এলাকার নিজ বাসভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন তিপ্রা মথা দলের সিটিজেন ফোরামের রাজ্য সভাপতি রঞ্জন সিনহা। সাংবাদিক সম্মেলনে রঞ্জন সিনহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিটিজেন ফোরামের ঊনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি রতন মনি সিনহা। সাংবাদিক সম্মেলনে রঞ্জন সিনহা বলেন, গত ২৬ জুন বুধবার কৈলাসহরের বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় ঠিকাদারী কাজ নিয়ে গোলধারপুর এলাকায় যে মারপিটের ঘটনা ঘটেছে তা শান্ত শহরকে অশান্ত করতেই কিছু দুষ্ট চক্রের এই পরিকল্পনা। মারপিটের ঘটনা সংগঠিত হওয়ার পর সেখানে আহতদের ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন তারা। আর তার কিছুক্ষণ পর উনার বাড়ির সামনে জাতীয় সড়কে রাখা গাড়িতে আক্রমণ করে দুষ্কৃতকারীরা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাড়া, যাত্রী নিরাপত্তা, দুর্ঘটনা নিয়ে বৈঠক

দিল্লি বিমানবন্দরের ছাদ ভেঙ্গে মৃত্যু একজনের, আহত কমপক্ষে ৫

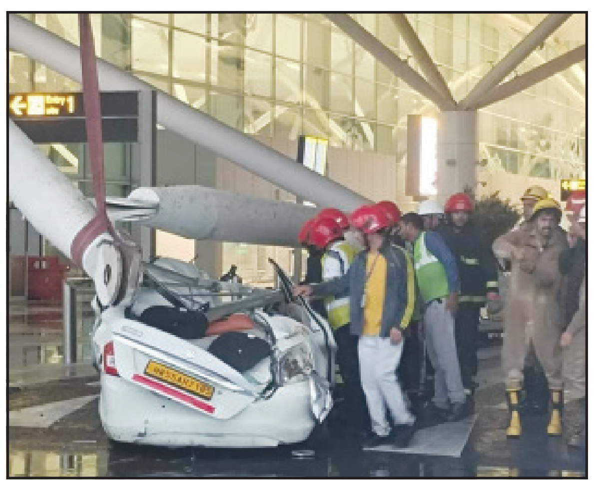

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.)।। বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত রাজধানী দিল্লিতে ঘটে গেল অঘটন! দিল্লি বিমানবন্দরের টার্মিনাল ১-এ ভেঙে পড়ল ছাদ। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের, এছাড়াও আহত হয়েছেন ৫ জন। দমকল জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ খবর পাওয়া যায়, দিল্লি বিমানবন্দরের টার্মিনাল ১-এ ছাদ ভেঙে পড়েছে। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের ৩টি ইঞ্জিন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু কিঞ্জারপু এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, 'আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' দিল্লি দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ বলেছেন, দিল্লি বিমানবন্দরের টার্মিনাল ১-এ ছাদ ভেঙে মোট একজনের মৃত্যু হয়েছে ও ৫ জন আহত হয়েছেন। দিল্লি বিমানবন্দরের মুখপাত্র জানিয়েছেন, 'সকাল থেকে প্রবল বৃষ্টির কারণে দিল্লি বিমানবন্দরের টার্মিনাল ১-এর পুরানো প্রস্থান ফোরকোর্টের ছাউনিটির একটি অংশ সকাল ৫টা নাগাদ ভেঙে পড়ে। সেখানে আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে।' বিমানবন্দরের ছাদ ভেঙে এক নম্বর টার্মিনালে দাঁড়িয়ে থাকে বেশ কয়েকটি গাড়ি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে।

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত রাজধানী দিল্লিতে শুক্রবার সকালে ঘটে গেল মারাত্মক অঘটন! দিল্লি বিমানবন্দরের টার্মিনাল ১-এ ভেঙে পড়ল ছাদের একাংশ। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের ও আহত হয়েছেন ৫ জন। এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু কিঞ্জরাপু। তিনি ঘন্টাস্থল পরিদর্শন করেন, আহতদের দেখতে হাসপাতালেও যান। মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, মৃত ব্যক্তিকে ২০ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য ৩ লক্ষ টাকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রায় দুই কোটির হেরোইন সহ আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৮ জুন।। প্রায় দুই কোটি টাকার হিরোইন সহ দুজনকে গ্রেফতারের পর ৪৮ ঘন্টার মধ্যে উত্তর জেলা পুলিশের আবার সাফল্য দেখা গেল। জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে গোপন সূত্রে ভিত্তিতে নোয়াগাঙ বাজার থেকে ধর্মনগর এর উদ্দেশ্যে একটি নতুন স্কুটি আসে। সন্দেহমূলকভাবে কামেশ্বর রাধারমন আশ্রমের ঠিক সামনে আটক করে তল্লাশি চালালে তার থেকে ১৮০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয় যার আনুমানিক কালো বাজার মূল্য প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা।

এতে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের নাম থাঙলিওন মনি হালাম(৩৭) এবং রিয়েলছি হলাম(৩০) তাদের উভয়ের বাড়ি বাগবাসা পঞ্চায়েতে। এদের দুজনকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষকদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে শহরে বিক্ষোভ মিছিল বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। শুক্রবার বিকেলে সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন দাবিতে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি ভবনের সামনে থেকে শুরু হয় শহরের বিভিন্ন পদ পরিক্রমা করে গিয়ে প্যারাডাইস চৌমুহনীস্থিত এলাকায় এক সভায় মিলিত হয়। মূলত ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সরকার ধান কিনে কৃষকদের ঠকাচ্ছে এই অভিযোগ এনে এদিনের বিক্ষোভ মিছিলটি সংঘটিত হয়েছে।

এ দিনের এই মিছিল সম্পর্কে সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, গোটা রাজ্যব্যাপী সবচেয়ে খারাপ অবস্থা রয়েছে কৃষকদের। ত্রিপুরা কৃষি প্রধান রাজ্য। কৃষির আয়ের উপর গোটা রাজ্য নির্ভরশীল। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানীর দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিলেন ডিসিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ জুন।। বিলোনিয়াতে ব্যাং এর ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানি। সাধারণ জনগণ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের দরজায় ঋন নিতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে এই ফাইনান্স কোম্পানির দিকে পা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু গজিয়ে ওঠা মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানিতে গেলেই ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড জমা দেওয়ার পর অতি সহজেই ঋন গ্রহিতারা ঋন পেয়ে যায়।

তারপরে শুরু হয় ঋনগ্রহীতাদের কাছ থেকে ঋন নেওয়ার জন্য মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানির কর্মীদের উৎপাত। ঋন গ্রহিতারা এক মাস ঋন দিতে না পারলে মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানির কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে শুরু হয়ে যায় মানসিক অত্যাচার। এরপর ঋন গ্রহিতারা ব্যাতিভ্রষ্ট হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। ফাইনান্স কোম্পানির কাছ থেকে ঋন নিয়ে ঋন গ্রহিতাদের আত্মহত্যার ঘটনা নেহাত কম নয়।

এক মাসের মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানির ঋনের টাকা দিতে না পারায়, এক হত দরিদ্র রঞ্জিত রুদ্র পালের ঘরের দরজা তালা ঝুলিয়ে দিল এক মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানির দুই কর্মী। এই ঘটনা ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে বিলোনিয়া থানাধীন চিত্তামারা নাথ পাড়াতে। ঘরের দরজায় তালা দেওয়ার ফলে খাওয়া দাওয়া ছাড়াই সারাদিন রাত ঘরের বারান্দায় থাকতে হয়েছে রঞ্জিত রুদ্র পাল সহ তার পরিবারকে। এই দিকে অসুস্থ ছোট পুত্র সন্তানের মুখে ঔষধ তুলে দিতে পারেনি হতভাগ্য পিতা মাতা। এছাড়া বড়ো মেয়ের লেখা পড়া বন্ধ হয়ে গেল ঘরের দরজায় তালা থাকাতে।

হতভাগ্য পিতা মাতা লোক লজ্জার ভয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে, চোখের জলে ঘরের বারান্দায় পড়ে রইলো। ঘটনা জানাজানি হতেই ছিঃ ছিঃ রবের পাশাপাশি ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে শুভ বুদ্ধি জনগণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০◘ সংখ্যা ২৫৬ ◘ ২৯ জুন ২০২৪ ইং ◘ ১৪ আষাঢ় ◘ শনিবার ◘১৪৩১ বঙ্গাব্দ

রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানকে তুলোধুনো

গোটা বিশ্বেই শিশুদের উপর হিংসার ঘটনা বাড়িতেছে। তাহাতে উদ্বিগ্ন রাষ্ট্র সংঘ। পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে রাষ্ট্রসংখ্যা বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়া গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করিয়াছে। বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধি শিশু কন্যা সহ কন্যা সন্তানের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন বন্ধ করিবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের শিশু নির্যাতনের ঘটনা সবচাইতে বেশি। পাকিস্তান সেই কলঙ্ক হইতে নিজেদের মুক্ত রাখিবার কৌশল হিসেবে ভারতের সমালোচনায় মুখর হইয়াছে। কিন্তু সেই কৌশল কাজে লাগেনি।

রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মুখ পুড়িল পাকিস্তানের। ভারতের কড়া বার্তায় একেবারে কোনঠাসা পাকিস্তান। সম্মেলনে বিতর্ক চলাকালীন জম্মু-কাশ্মীর ইস্যু নিয়া সুর চড়ায় ইসলামাবাদ। সেই মন্তব্যের জবাবে ভারতের প্রতিনিধি বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ভিত্তিহীন মন্তব্য ছড়ানো হইতেছে । নিজের দেশে শিশুদের বিরুদ্ধে হিংসার ঘটনা আড়াল করিতেই এমন আচরণ করা হইতেছে রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে।, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ফলে শিশুদের পরিস্থিতি নিয়া বিতর্ক চলাকালীনই ফের জম্মু-কাশ্মীর প্রসঙ্গ আনিয়া বলিতে শুরু করেন পাকিস্তানের প্রতিনিধি। যাহা শোনামাত্র প্রতিবাদ করে ভারত। পাকিস্তানের মন্তব্যের পরেই পালটা জবাবে ভারতের প্রতিনিধি আর রবীন্দ্র সাফ জানাইয়া দেন, জম্মু-কাশ্মীর আর লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।তাহার পরেই নাম না করিয়া পাকিস্তানকে তোপ দাগেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের ডেপুটি প্রতিনিধি রাজীব। তিনি বলেন, "আমি খুব সংক্ষেপে বলিতে চাই, আমার দেশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মন্তব্য করিয়াছেন এক প্রতিনিধি। এই বক্তব্যের কোনও ভিত্তি নাই। আমি সমস্ত বক্তব্যই খারিজ করিতেছি। পাকিস্তানকে আরও কড়া ভাষায় আক্রমণ করিয়া তিনি বলেন, "এটা আর কিছুই নয়, কেবল নিজের দেশে হওয়া শিশু নির্যাতনের ঘটনা থেকে নজর ঘোরানোর আরেকটা প্রচেষ্টা। এমন আচরণ করিতে তাহারা অভ্যস্ত। রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টেও সেদেশের শিশুদের করুণ অবস্থার কথা তুলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্ত সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টাই করা হয়নি। তবে এই দেশ বা তাহাদের রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি যাই মনে করুন না কেন, জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখ ভারতেরই অংশ। ভারত কোন চাপের কাছে নতি স্বীকার করিতে নারাজ বলিয়াও এদিন স্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দেশের অখন্ডতা রক্ষা করিতে দেশের জনগণ ও সেনাবাহিনী বদ্ধপরিকর।

মিশরে ৯০০ বছরের পুরনো ১৪০০টি মমি উদ্ধার

ইজিপ্ট, ২৮ জুন (হি. স.) : মিশরের আসওয়ান শহর থেকে উদ্ধার ১৪০০টির বেশি মমি। শুক্রবার মিশরের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের তরফে জানা গেছে, সম্প্রতি মিশরের এই শহর থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা ৩৬টি সমাধি খুঁজে পেয়েছেন। যার প্রতিটিতে ৩০ থেকে ৪০টি মমি রয়েছে। জানা গেছে, মমিগুলি ৯০০ বছর আগের বলে অনুমান করছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। উল্লেখ্য, প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই শহরটিকে এমনিতেই 'মৃতের শহর' বলে থাকেন। নীল নদের পূর্ব তীরে অবস্থিত এই আসওয়ান শহরটি ৪৫০০ হাজার বছরের পুরনো। এই শহরে মধ্যে প্রাচীন পারস্য, মিশরীয়, রোমান, গ্রীক এবং উপক্রান্তীয় আফ্রিকানরা বসবাস করত। প্রত্নতাত্ত্বিকদের একটি বিশেষ দল পাঁচ বছর ধরে কাজ করে এই মমিগুলি আবিষ্কার করেছেন। মনে করা হচ্ছে, এখানে যাঁদের সমাধিস্থ করা হয়েছিল তাঁরা সংক্রামক রোগে মারা গিয়েছিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা জানান, এই শহরে মানুষদের শ্রেণি অনুসারে সমাধিস্থ করা হয়েছে। অভিজাতদের পাহাড়ের চূড়ায় সমাধিস্থ করা হয়েছে এবং মধ্যবিত্তদের তাঁদের নীচে সমাধিস্থ করা হয়েছে। মিলানের একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ প্যাট্রিজিয়া পিয়াসেন্টিনি বলেন, সমাধিস্থলটি প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার ফুট প্রসারিত।

উত্তরবঙ্গ সফরে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ

ডালখোলা, ২৮ জুন (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনের পরে উত্তরবঙ্গ সফরে বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার সকালে ডালখোলা বাইপাসে কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি সকলের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতে দেখা যায় বিজেপি নেতাকে। নির্বাচনের পরে তাঁর এই সফর ঘিরে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে।

এদিন ডালখোলা বাইপাসে দিলীপ বাবুকে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানান বিজেপির উত্তর দিনাজপুরের জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার, জেলা নেতা তথা ডালখোলা পুরসভার প্রাক্তন পুরপতি সুভাষ গোস্বামী—সহ প্রমুখ।

দিলীপ বাবু বলেন, প্রতিটা নির্বাচনের পরে বিভিন্ন জেলায় সফর করে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করি সকলের খোঁজ নিয়ে থাকি। এরই অঙ্গ হিসাবে এদিন ডালখোলায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করে সকলের কুশল বিনিময় করছি। এর পর রায়গঞ্জ, মালদা হয়ে বহরমপুর যাবেন। সেখানেও কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করবেন। সদ্য হয়ে যাওয়া লোকসভা নির্বাচনে বর্তমান রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার পর তার এই সফর যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

রাজ্যসভার ওয়েলে নেমে পড়লেন খাড়গে, ধনখড় বললেন তিনি মর্মাহত

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.) : রাজ্যসভার ওয়েলে নেমে পড়লেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। শুক্রবার খাড়গে ওয়েলে নেমে পড়ায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। এদিন ধনখড় বলেছেন, 'আজ ভারতীয় সংসদের ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত দিন, স্বয়ং বিরোধী দলনেতা ওয়েলে এসেছেন। এমনটা আগে কখনও ঘটেনি। আমি ব্যথিত, মর্মাহত।'

এদিকে, রাজ্যসভার ওয়েলে নেমে আসা প্রসঙ্গে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, 'এটি তাঁর (রাজ্যসভার চেয়ারম্যান) ভুল। আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভিতরে গিয়েছিলাম। কিন্তু তারপরও তিনি তাঁকাননি, আমি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করছিলাম, তবুও তিনি তাঁকাননি। আমি অবশ্যই বলব, এটি চেয়ারম্যান সাহেবের ভুল ছিল এবং এই রাজ্যসভার মর্যাদা বজায় রাখা উচিত। নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, লক্ষাধিক শিক্ষার্থী উদ্বিগ্ন, তাই জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আমরা কাউকে বিরক্ত করতে চাইনি।'

সংসদে অসুস্থ কংগ্রেস সাংসদ ফুলো দেবী, অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.): সংসদে নিট-ইউজি পরীক্ষায় অনিয়ম ইস্যুতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় অসুস্থ হয়ে পড়লেন কংগ্রেস সাংসদ ফুলো দেবী নীতম। কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ফুলো দেবী শুক্রবার উচ্চকক্ষের ওয়েলে নেমে নিট ইস্যুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন, সেই সময় আচমকাই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, মাথা ঘুরিয়ে তিনি পড়ে যান।

তড়িঘড়ি কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ফুলো দেবী নীতমকে উদ্ধার করা হয়।

পরীক্ষার শুদ্ধতা নিশ্চিতকরণ: সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি

প্রফেসর হিমাংশু রাই

অধিকর্তা, আইআইএম ইন্দোর

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সততা নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সরকার সমস্যাগুলি সংশোধন করার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে। এনইইটি পিজি পরীক্ষা স্থগিত করা এবং ছয়টি শহরে এনইইটি-ইউজি পুনরায় পরীক্ষাগ্রহণের সময় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ এবং সাম্প্রতিক ইউজিসি নেট পেপার ফাঁসের মতো উদাহরণসমূহ এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলির ন্যায্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সারা দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে গুরুতর সন্দেহ তৈরি করেছে। তবে, ভারত সরকার এরজন্য বেশ কিছু সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে রয়ে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সিতে (এনটিএ) নেতৃত্বের পরিবর্তন বাস্তবায়ন, আস্থা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা, পরীক্ষা প্রক্রিয়ার অখণ্ডতা নিশ্চিত করার মত সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি এবং বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রতিষ্ঠা। এই পদক্ষেপগুলি কেবল তাৎক্ষণিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য নয় বরং আস্থার পুনর্নির্মাণ এবং সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার একটি দীর্ঘমেয়াদী পন্থাও।

স্বচ্ছ, মসৃণ এবং সুষ্ঠু পরীক্ষা পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য, শিক্ষা মন্ত্রক একটি উচ্চ-স্তরের বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এই কমিটির লক্ষ্য হল দুই মাসের মধ্যে কার্যকর সুপারিশ প্রদান করা যা পরীক্ষার প্রক্রিয়াকে সংস্কার করবে, ডেটা সুরক্ষা প্রোটোকলকে উন্নত করবে এবং ভবিষ্যতে এই ধরণের ঘটনার বিরুদ্ধে উন্নত সুরক্ষার জন্য এনটিএকে পুনর্গঠন করবে। অধিকন্তু, সিবিআইয়ের জড়িত থাকার অর্থ একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ, নিরপেক্ষ তদন্তের প্রতিশ্রুতি যা কেবল দায়ীদের চিহ্নিত করবে না বরং পদ্ধতিগত দুর্বলতাগুলিও উন্মোচন করবে যা এই ধরনের লঙ্ঘন ঘটতে দেয়। উপরন্তু, সরকার অন্যায় অনুশীলন রোধ এবং সম্ভাব্য অন্যায়কারীদের প্রতিরোধ করার জন্য পাবলিক পরীক্ষা আইন চালু করেছে। এই আইনে পরীক্ষার সততার সাথে আপস করার জন্য দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের এক কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড সহ কঠোর জরিমানার সংস্থান আরোপ করা হয়েছে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধমূলক বার্তা দিতে এবং পাবলিক পরীক্ষার পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য এই ধরণের কঠোর পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা অপরিহার্য ছিল।

যদিও সরকার কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে গৃহিত পদক্ষেপগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং প্রয়োজনীয়, তবে পরীক্ষা ব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা এবং অখণ্ডতা নিশ্চিত করার জন্য আরও বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনলাইন পরীক্ষার জন্য, কাটিং-এজ এনক্রিপশন কৌশল এবং মাল্টি-ফ্যাক্টর প্রমাণীকরণ বাস্তবায়ন অননুমোদিত অ্যাক্সেস থেকে রক্ষা করতে পারে। পরীক্ষাগ্রহণ থেকে শুরু করে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পর্যন্ত কাগজপত্রগুলি ট্র্যাক করতে এবং সুরক্ষিত রাখতে ব্লকচেইন প্রযুক্তি তৈরি করা যেতে পারে, যা নিশ্চিত করবে যে কোনও টেম্পারিং দ্রুত সনাক্ত করা যাবে। গতানুগতিক, অফলাইন পরীক্ষার জন্য, প্রতিটি পর্যায়ে কঠোর সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ অতি আবশ্যক। এর মধ্যে রয়েছে পরীক্ষার উপকরণগুলির জন্য টেম্পার-স্পষ্ট প্যাকেজিং, নিরাপদ পরিবহন এবং সমস্ত হ্যান্ডলিং পয়েন্টগুলিতে কঠোর নজরদারি। লজিস্টিকের জন্য রিয়েল-টাইম জিপিএস ট্র্যাকিং নিয়োগ করা এবং ডিজিটাল ওয়াটারমার্কিং ব্যবহার করাও প্রশ্নফাঁসের ঝুঁকিকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে। এআই-চালিত প্রক্টরিং সিস্টেম নিয়োগ করা পরীক্ষার পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, প্রতারণার সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে। যে প্রার্থীরা আরও বেশি নম্বরের দাবি করে তাদের জন্য বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন ব্যবস্থা চালু করে আরও একটি সুরক্ষা ব্যবস্থাকে যুক্ত করা যেতে পারে।

উপরন্তু, স্বাধীন সংস্থাগুলি কর্তৃক ঘন ঘন, পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষা পরিচালনা করা পরীক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে দুর্বলতাগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে। স্বচ্ছ এবং নিয়মিত পর্যালোচনাগুলি নিশ্চিত করবে যে সুরক্ষা প্রোটোকলগুলি মেনে চলা হচ্ছে এবং কোনও বৈষম্যের দ্রুত সমাধান করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে ডিজিটাল লকের ব্যর্থতা ঠেকাতে পরীক্ষার বুকলেট বাক্স ম্যানুয়ালি খোলা এবং প্রশ্নপত্র বিতরণে বিলম্ব রোধ করতে কঠোর রক্ষণাবেক্ষণের সময়সূচী এবং ব্যাকআপ প্রোটোকল বাস্তবায়ন করতে হবে। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাগুলি পরীক্ষার আগে ডিজিটাল লকগুলি পুরোপুরি কার্যকর রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা উচিত। এছাড়া, কর্মীদের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত ম্যানুয়াল ওভাররাইডগুলির জন্য জরুরি পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। এই পদক্ষেপগুলি বিঘ্ন হ্রাস করতে এবং পরীক্ষার অখণ্ডতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

শিক্ষার্থী, পিতামাতা, শিক্ষাবিদ এবং নীতিনির্ধারকদের নিয়ে ন্যায্যতা এবং সততার গুণাবলীর উপর জোর প্রদান নিয়ে নিয়মিত আলোচনা পরীক্ষার স্বচ্ছতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই আলোচনা অংশীদারদের জড়িত করে একটি সচেতন সম্প্রদায় গড়ে তুলবে, যার ফলে উত্তর পত্রগুলি কোনও অন্যায় উপলব্ধকরণ থেকে সুরক্ষা পাবে। এই উদ্যোগগুলি কেবল তাৎক্ষণিক উদ্বেগকেই মোকাবেলা করবে না বরং পরীক্ষা প্রক্রিয়ায় দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির ভিত্তিও স্থাপন করবে।

এনটিএর অধীনে বছরে ১০ মিলিয়নেরও বেশি শিক্ষার্থী বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য নাম নিবন্ধন করে এবং শুধুমাত্র ২০২৩ সালে উল্লেখযোগ্য ১২.৩ মিলিয়ন প্রার্থী নিবন্ধন করার মাধ্যমে ভারত এনটিএ পরীক্ষা পরিচালনাকারী সংস্থাগুলির বিশ্বব্যাপী নেতা হয়ে উঠেছে। এই উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ভারতের যুবকদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রভাবশালী ভূমিকার উদাহরণ। এই সংখ্যা এবং ভারতের বিখ্যাত শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে, দীর্ঘমেয়াদী অখণ্ডতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের সক্রিয় পদক্ষেপগুলি অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং সুদূরপ্রসারী। এই পদক্ষেপগুলি কেবল তাৎক্ষণিক চ্যালেঞ্জগুলিকেই মোকাবেলা করবে না বরং লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করবে। এই পদ্ধতি শিক্ষাব্যবস্থার উপর আস্থা জোরদার করা, আগামী প্রজন্মের জন্য ন্যায্যতা এবং স্বচ্ছতা প্রচার করার একটি প্রতিশ্রুতি।

সামনের দিনে, ভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভবিষ্যত ন্যায্যতা এবং দক্ষতা নিশ্চিতকরণ উদ্ভাবনী কৌশলের উপর নির্ভর করছে। যেহেতু ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষার আকার অব্যাহত রেখেছে, শক্তিশালী ডিজিটাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য বিষয় হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। অনলাইন পরীক্ষার জন্য অত্যাধুনিক এনক্রিপশন প্রোটোকল এবং কঠোর প্রমাণীকরণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন সাইবার হুমকি এবং অননুমোদিত অ্যাক্সেসের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা হবে। এই সক্রিয় পদ্ধতি কেবল মূল্যায়নের অখণ্ডতাকে রক্ষা করবে না, তা অংশীদারদের মধ্যেও আস্থা বাড়াবে। মসৃণ প্রশাসন নিশ্চিত করে এবং পরিচালনগত সংকটগুলি হ্রাস করে ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মডেলিংয়ের অগ্রগতিকে গ্রহণ করে পরীক্ষার উপকরণ এবং সংস্থানকে আরও অনুকূল করা যেতে পারে।

প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং শিক্ষাগত অগ্রাধিকারের একত্রীকরণের সাথে, ভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলির গতিপথ সুবিন্যস্ত প্রক্রিয়া এবং উচ্চতর বিশ্বাসযোগ্যতার অভিমুখে নিয়ে যেতে পারে। এই অগ্রসর চিন্তার কৌশলগুলি অনুসরণ করে, শিক্ষাগত ল্যান্ডস্কেপ ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি বজায় রাখতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের আকাঙ্ক্ষা এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অখণ্ডতাকে উপকৃত করবে।

ছায়ার নারীস্বরূপ কোথায় পেলেন রবীন্দ্রনাথ ?

রবীন্দ্ররচনায় বহুল ব্যবহৃত নৌকা ও নাবিকের চিত্রকল্প এই কবিতাতেও প্রযুক্ত, যে নাবিক কথককে ওপারে নিয়ে যাবে। ওপারেই ঘুমের দেশ, সেখানে রয়েছে 'ঘোমটা পরা' ছায়া। এই সমাসক্তিটি লক্ষণীয়। ছায়া ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে প্রকৃতি-অঙ্গ হিসেবে। সেখানে ছায়া বস্তু বা অবজেক্ট। রবীন্দ্রনাথ ছোটদের কবিতায় লিখেছেন, 'ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি/ আছে আমাদের পাড়াখানি'। ছায়ার উপস্থিতি ঘোমটার মতো, 'ছায়ারূপ ঘোমটা'। কিন্তু ছায়া নিজেই এ গানে অবগুণ্ঠিতা নারী। **শ্রুতি গোস্বামী**

ছায়া কী? কাকে বলে ছায়া? আলোর বিপরীত অন্ধকার। ছায়া কিন্তু শুধু আলোর অভাবটুকু। আলো আছে, কেবল তাপের দহনটা নেই। তার কারণ, আলোর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ছায়ার উৎস। কী সেই উৎস? কোন কায়া? ১৯১০ সালে রবীন্দ্রনাথের লেখা গান 'আবার এসেছে আষাঢ়'। সঞ্চারীতে বলা হচ্ছে "রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের পরে/ নবতৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে।" এর অর্থ কী? ক্ষণে ক্ষণে মাঠজমিতে ছড়ানো ঘাসের ওপর মেঘের ছায়া পড়ছে। বাদলের অর্থ এখানে মেঘ। বাংলা শব্দভাণ্ডারে বাদল মানে বৃষ্টি বা বর্ষা। কিন্তু বাদল বলতে হিন্দিতেও মেঘই বোঝায়, অবনীন্দ্রনাথও লিখছেন, 'পুবে বাদল উঠল'। 'ছবি ও গান'-এর 'বাদল' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "শ্যামল বনের শ্যামল শিরে/ মেঘের ছায়া নেমেছে রে,/ মেঘের ছায়া কুঁড়েঘরের 'পরে।"--- সেই মেঘের ছায়াই এখানে 'বাদলের ছায়া'। অতএব ছায়ার উৎস এখানে মেঘ। এই গানে ছায়া কেবল মেঘেরই, কিন্তু কখনও কখনও, কোনও কোনও গানে তার সঙ্গে কল্পনা আর জন্মান্তর-স্মৃতির পথে আসে বহুযুগ আগের কোনও দৃশ্য। বর্তমান বর্ষা আর অতীত বর্ষা মিশে যায়। আষাঢ়ের মেঘ ছায়া দিলেই সেই 'কালো মেঘের ছায়ার সনে' 'কালিদাসের কাল' থেকে ভেসে আসে উজ্জয়িনী নগরীর সুগন্ধ, রেবানদীর হিল্লোলধ্বনি, এমনকি তরুণী নাগরিকার চোখের ভাষাও। ১৯২২ সালে লেখা গান 'বহুযুগের ওপার হতে'। ওই একই সালে লেখা 'আজ আকাশের মনের কথা' গানেও ঠিক একই উচ্চারণ। "দিঘির কালো জলের 'পরে/ মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ধরে/ বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা যে" নববর্ষার নবমেঘের ছায়াই আসলে অনুঘটকের মতো পুরনো স্মৃতি, বিগত জন্মের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে। নইলে বাতাসের সাধ্য কী তাকে বয়ে আনে!

বেশিরভাগ সময় আষাঢ় বা শ্রাবণের বর্ষার অনুষঙ্গেই ঘুরে ঘুরে এসেছে ছায়ার কথা। 'কদম্বেরই কানন ঘেরি' বা 'কাঁপিছে দেহলতা থরথর' তেমনই গান। কিন্তু শুধু বর্ষার মেঘচ্ছায়ার দৃশ্যবর্ণনাতেই তো আটকে থাকতে পারে না রবীন্দ্রনাথের ন্যারেটিভ। তাই মাঝে মাঝেই ছায়া থাকলেও ছায়ার উৎসকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ১৯২২ সালেই লেখা 'ওই যে ঝড়ের মেঘের কোলে'। বর্ষাসংলগ্নতা থাকলেও ছায়া এখানে বর্ষা-অধীন নয়। স্থায়ী আর অন্তরাতে ঝড়ের মেঘের যে উদ্দামতা ছিল, সঞ্চারীতে তা একদম স্তিমিত হয়ে আসে। প্রকৃতির চিৎকৃত কলরবের ভিতরে বসেই নিবিষ্ট এক মানুষ দেখতে থাকে 'ছায়াময় দূর'-কে। কীসের ছায়া, তা কিন্তু আর বিবেচ্য নয়, বরং ছায়া এখানে আবছা, ঝাপসা এবং রহস্যের সূচক। ঠিক পরের বছর লেখা গান 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে'। বর্ষা-প্রসঙ্গ এখানে আরও কম। প্রথম বাক্যের পর ছায়ার আর উল্লেখ নেই গানের কোথাও; এমনকী আষাঢ়দিনের মেঘ ও মেঘগর্জনের উল্লেখ থাকলেও বৃষ্টির দিকে কথকের চোখ নেই। তাই গানে বৃষ্টিপাতের বিবরণই নেই। আছে এক ফুলের কথা। কেয়া, কেতকী। 'যে মধু হৃদয়ে ছিল মাখা, কাঁটাতে কী ভয়ে দিলি ঢাকা!'--- অবধারিতভাবে মনে পড়ে না 'শেষের কবিতা'-র কেতকী মিত্রের কথা? অমিতের প্রত্যাখ্যান ও অবহেলায় নিজের স্বাভাবিক মাধুর্যকে এক উগ্র রুক্ষ মুখোশে চাপা দিয়েছিল সে, কেতকীর কাণ্ড যেমন রূঢ়, কণ্টকময়। কেতকীর লালিত্যকে ঢেকে যে কেটি হয়ে উঠেছিল, সেই অবগুণ্ঠিতাকে চিনতে পারা সহজ ছিল না। রবীন্দ্রগানের আষাঢ়ের কেয়াও গোপনে কারও অভিসারে আসে, কিন্তু সমর্পণ করতে পারে না নিজেকে, 'আপনায় লুকায়ে দেয়া নেয়া' চলে। এই আত্মগোপন, আড়ালের ছলনাই একাত্ম হয়ে গেছে ছায়ার অপ্রকটতার সঙ্গে।

আলোর বিপরীতার্থ না হলেও ছায়া আলোর বিপরীতধর্মী তো বটে। বৃত্তের একার্ধে যদি আলো, রৌদ্র, তাপ ইত্যাদি থাকে, তবে অন্য অর্ধে ছায়া থাকবে। এই দুই অর্ধ মিলে বৃত্ত কিন্তু একটিই। ধরা যাক, ১৯২৫ সালে লেখা বর্ষাশেষের গান 'শ্যামল ছায়া নাই বা গেলে'-র কথা। ছায়া এখানে উদ্দিষ্ট। তাকেই অনুনয়ের সুরে বলা হচ্ছে, 'নাই বা গেলে'। এই অনুরোধ যে প্রকৃতি রক্ষা করবে না, তা কথক জানে। কিন্তু তাতে আক্ষেপ নেই। কারণ, বর্ষা আর শরতের মধ্যপর্বে যে মানুষটি আছে, সে আলো আর কালোর যুগলমূর্তি চেনে। ফলে সে এও জানে, কোনও সূচনাই একেবারে আচম্বিত নয়, এক সমাপ্তির প্রান্ত থেকেই তা আসে। শীতের শুষ্ককঠোর প্রাণ থেকেই যেমন নববসন্ত আসে, তেমনই বর্ষার মেঘমলিন মুখকেই আলোয় সাজিয়ে দেয় শরৎ। ছায়া কেবল আলোর পরিপূরক। শরতের ধানের খেতে তাই রোদ আর ছায়া 'লুকোচুরি খেলা' খেলে। আকাশে সূর্যের সঙ্গে সাদা মেঘের খেলা চলছে বলেই কিন্তু পৃথিবীর মাটিতে এই আলো-ছায়া।

প্রকৃতি পর্যায়ের গান হলেও ১৯৩৮-এ লেখা 'আমার প্রিয়ার ছায়া' ঠিক প্রকৃতির ছায়ার কথা বলে না। আকাশ বৃষ্টিসজল, বিরহের বিষণ্ণ সুর বাজছে সেখানে। সেই আকাশেই ভাসছে 'প্রিয়ার ছায়া'। ছায়া পড়ার কথা মাটিতে, কিন্তু এই ছায়া আকাশে। আসলে আকাশ এখানে নিজেই প্রেমিকের বিষণ্ণ মনটি। মনে যার বাস, সে তো রক্তমাংসের মানুষী নয়। তাকে ছোঁয়া যায় না, ধরা যায় না। আবারও, সে রহস্যময় কোনও সুদূরের অধিবাসিনী। এমনকী, গানটি শুনলে এমন সিদ্ধান্ত করাও অযৌক্তিক হবে না যে, এই ছায়াময় অগম্যতাই কল্পপ্রিয়াকে আরও কাঙ্ক্ষিত করে তুলেছে। এ গানের প্রায় ৫০ বছর আগে লেখা 'মধুর মধুর ধ্বনি বাজে'। সেই গানে সম্বোধিত দেবী সারদা, বীণাপাণি। দেবীর কাছে পৌঁছনোর পথ অজানা, দূরত্ব দুর্লঙ্ঘ্য। কারণ, তিনি তো আছেন এক নিভৃত মনকোণে, 'ছায়াময় মায়াময় লোকে'। কথক দেবীকে চান আলোকের স্পষ্টতায়। ছায়া আর আলো এখানে শুধু বিপরীতমুখী নয়, লেখকের চয়েস বা শ্রেয়বোধটিও বেশ পরিষ্কার। আলোর পবিত্র সত্য নগ্নতা আর মোহের আবছায়া অস্পষ্টতার বিভাজন খুব প্রত্যক্ষভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

খেয়া কাব্যগ্রন্থের 'শেষ খেয়া' কবিতার কয়েকটি লাইন দিয়ে লেখা শেষ করব। পঙ্কজকুমার মল্লিক সুরারোপিত গান 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে'। ১৯০৬-এ প্রকাশিত হয়েছিল 'খেয়া' বইটি। রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রমানসের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় থাকলে জানা যায়, এই সময়পর্বে এক অদ্ভুত মানসিক দোলাচলের ভিতর ছিলেন তিনি। মানসিক উদ্বেগ, অশান্তি, জীবনবৈরাগ্য, মৃত্যুর প্রতি অদম্য আকর্ষণ, আত্মহননের তীব্র ইচ্ছে, এই সমস্ত অনুভূতিই নানারকমভাবে তাঁর এই সময়ের লেখায় প্রতিফলিত হয়। রবীন্দ্ররচনায় বহুল ব্যবহৃত নৌকা ও নাবিকের চিত্রকল্প এই কবিতাতেও প্রযুক্ত, যে নাবিক কথককে ওপারে নিয়ে যাবে। ওপারেই ঘুমের দেশ, সেখানে রয়েছে 'ঘোমটা পরা' ছায়া। এই সমাসক্তিটি লক্ষণীয়। ছায়া ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে প্রকৃতি-অঙ্গ হিসেবে। সেখানে ছায়া বস্তু বা অবজেক্ট। রবীন্দ্রনাথ ছোটদের কবিতায় লিখেছেন, 'ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি/ আছে আমাদের পাড়াখানি'। ছায়ার উপস্থিতি ঘোমটার মতো, 'ছায়ারূপ ঘোমটা'। কিন্তু ছায়া নিজেই এ গানে অবগুণ্ঠিতা নারী। ছায়ার এই নারীস্বরূপ কোথায় পেলেন রবীন্দ্রনাথ? পুরাণ থেকে কি?

ভারতীয় পুরাণ বলে, সূর্যের এক সঙ্গিনী ছায়া। সূর্যের স্ত্রী সঞ্জনার ছায়া তিনি। ছায়া বড় রহস্যময়। অবয়ব নেই, অবয়বের আভাসমাত্র আছে। শরীর নেই, শরীরের মায়াবিভ্রম আছে। সবই যেন জাদু! ছায়ার গর্ভেই নাকি জন্মান শনি। গ্রিক পুরাণের সূর্যদেবতা হেলিওসের স্ত্রী পার্সে, আদতে তিনি জলপরী। এই পার্সে জন্ম দেন নানারকম ডার্ক ম্যাজিক জানা সন্তানদের। আলোক ও পবিত্রতাময় সূর্যের এমন সব আঁধারজগতের সন্তান হওয়া বেশ অভাবনীয়, কিন্তু তার পিছনে রয়েছে পার্সের পিচ্ছিল অন্ধকার শক্তিই। পুরাণ-আখ্যান আবার মাঝে মাঝেই তাঁকে যুক্ত করেছে রহস্যময়ী চন্দ্রদেবী হেকেটির সঙ্গে। সূর্যের উজ্জ্বলতা, স্পষ্টতা, প্রকটতার ঠিক উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে এই রহস্য, ছলনা, ইলিউশন ও ডিলিউশন। কীরকম ডিলিউশন? 'অস্তাচলে তীরের তলে ঘন গাছের কোল ঘেঁষে/ ছায়ায় যেন ছায়ার মতো যায়' জীবন-মৃত্যুর দোটানায় পড়ে রবীন্দ্রনাথ এক অসম্ভব উৎপ্রেক্ষা রচনা করলেন।

সূর্যের তো ছায়া পড়ে না, পড়তে পারে না। অনন্ত, অবিশ্রাম আলোবিকিরণের ভেতর যে ক্লান্তি, তা থেকেই এই রবি তৈরি করে নিলেন এমন ছুটির কোল, ছায়া।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নিরাপদ ট্রেন পরিচালন এবং যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার-এর রেল সুরক্ষার সাথে যুক্ত অগ্রণী কর্মীদের সাথে মতবিনিময়

মালিগাঁও, ২৮ জুন, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ২৭ জুন, ২০২৪ তারিখে মালিগাঁওস্থিত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ে রেল সুরক্ষার সাথে যুক্ত অগ্রণী কর্মী এবং আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। বার্তালাপের সময় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সমস্ত বিভাগের প্রিন্সিপাল হেডরাও উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সমস্ত পাঁচটি ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজাররাও ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মতবিনিময়ে উপস্থিত থাকেন। এই মতবিনিময়ের উদ্দেশ্য ছিল সুরক্ষিত ট্রেন পরিচালন নিশ্চিত করার পাশাপাশি যাত্রীদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করা।

সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সুরক্ষিত ট্রেন পরিচালন সংক্রান্তীয় সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং এটি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েও আলোচনা করা হয়। জেনারেল ম্যানেজার উপস্থিত সকলকে একটি নিরাপদ রেল ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

জেনারেল ম্যানেজার সুরক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ডিভিশনগুলিকে বলেন কারণ এটি সবচেয়ে সংবেদনশীল এবং অগ্রাধিকারমূলক বিষয়গুলির মধ্যে একটি। তিনি অগ্রণী কর্মীদের সাথে আরও ভাল সমন্বয়, তাদের জন্য আরও ভাল অনুপ্রেরণা, সঠিক পরামর্শ প্রদান, প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের মানসিক পাশাপাশি শারীরিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেন।

শেষে, জেনারেল ম্যানেজার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আরও ভাল সমন্বয়ের পরামর্শ দেন। তিনি সমস্ত সুরক্ষা নিয়ম মেনে চলার এবং সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ট্রেন চলাচলে সুরক্ষা নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। জেনারেল ম্যানেজার বলেন, সুরক্ষিত ট্রেন পরিচালন এবং যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত সমস্যাগুলি বের করে আনা উচিত এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করা উচিত।

দু' দুটি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিল উত্তরপাড়া পুরসভা

হুগলি, ২৮ জুন (হি.স.) : হাইকোর্টের নির্দেশে শুক্রবার দু" দুটি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিল উত্তরপাড়া পুরসভা। পুরসভার অন্তর্গত ৭ এবং ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে অবৈধ ভাবে নির্মান হওয়া বহুতলের একাংশ ভাঙার কাজ শুরু হয়। অবৈধ হলেও যদিও ওই বহুতলে মিউটেশন করে ট্যাক্স দিয়ে বসবাস করছিলেন অনেকেই। এদিন সকালে ৫৬ নম্বর অমরেন্দ্র সরণীর গঙ্গার পাড়ে একটি বেআইনি ফ্ল্যাটের একাংশ পুলিশের উপস্থিতিতে ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়।

আবাসিকরা জানিয়েছেন, তাঁরা ফ্ল্যাট কেনার সময় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। পুরসভা সব দেখে মিউটেশন দিয়েছে। তাঁরা রীতিমত ট্যাক্সও দেন। হঠাৎ হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে নির্মান নাকি অবৈধ। তাঁরা বিষয়টা আগে জানলে কিনতেন না। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র সরণী ও ভদ্রকালীর দুটি ফ্ল্যাটের একাংশকে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। যাঁরা নির্মাণ করেছেন তাঁরা অনেক সময় নিয়ম মানেন না। আদালত যখন নির্দেশ দেয় তখন সময় বেঁধে দেয়। পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা গিয়ে নির্দেশ পালন করছেন। পুরসভার তরফে মানুষকে নানাভাবে সচেতন করা হয়েছে। বারবার বলা হয়েছে, কোনও সম্পত্তি কেনার আগে সেই সম্পত্তি সম্পর্কে যাবতীয় খোঁজ পুরসভা থেকে জেনে নিতে। অনেকে সেটা করেন না। আর প্রোমোটাররাও অনেক সময় ভুল বুঝিয়ে ফ্ল্যাট বিক্রি করে দেন। যদি কোনও নির্মাণে কাগজপত্র ঠিক না থাকে তাহলে পুরসভার কাছে এলে সেগুলি বাতিল করা হবে। পুরসভার নজরে বেআইনি কোনও কিছু পড়লে অভিযোগ করা হয়, পুলিশ ব্যবস্থা নেয়। ২৭ জুনের মধ্যে নির্দেশ পালন করতে হবে, এমনই নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

রাজ্যে শুরু হকার সার্ভে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ময়দানে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.): রাতারাতি হকার উচ্ছেদ নয়। হকারদের ব্যবসা স্থানান্তরের জন্য একমাসের সময়সীমা বাড়িয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবারের পর বৃহস্পতিবার নবান্নের বৈঠকে এমনই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করে একমাসের মধ্যে হাতিবাগান, নিউমার্কেট গড়িয়াহাট প্রত্যেকটি এলাকায় একটি করে বিল্ডিং খুঁজে বার করার কোথাও উল্লেখ করেন তিনি। সেই নির্দেশেই শুক্রবার থেকে শহরে শুরু হকার সার্ভে।

এক ছাতার তলায় থাকবেন হকাররা, মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া বার্তা পূরণে তৎপর রাজ্যের উচ্চ পর্যায়ের কমিটি। এই কমিটিতে শহরের মেয়র ফিরাদ হাকিম, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ডেপুটি মেয়র এবং বিধায়ক অতীন ঘোষ, বিধায়ক মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদাররা। এদিন সকাল থেকেই শুরু হয় গড়িয়াহাট—সহ একাধিক মার্কেট সার্ভে। গড়িয়াহাট পরিদর্শন করে কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার জানান, এদিন মূলত সার্ভে করা হচ্ছে। সেই রিপোর্ট কমিটির কাছে জমা করা হবে।

সার্ভে প্রক্রিয়া চালানোর জন্য একটি করে ফর্ম হকারদের দেওয়া হচ্ছে। যাতে স্টল সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য এবং তিনি কতদিন ধরে হকারি করছেন এ সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখ থাকবে। সেই ফর্মগুলি জমা পড়বে হাই পাওয়ার কমিটিতে। এরপর কোন স্টল ফুটপাতে কতটা জায়গা দখল করে আছে, তাদের নিকটবর্তী অন্য কোনও জায়গায় বিকল্প পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব কি না ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে মুখ্যমন্ত্রীকে জমা দেবেন উচ্চ পর্যায়ের কমিটি।

সন্ধান চাই

Ref :- GBTOP G.D. Engtry No-06 Dated : 23/06/24

পাশের ছবিটি একজন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ নাম- সেন্টু রায়, পিতা- মৃত মানিক রায়, সাং- শিলিগুড়ি, এনজিআর দক্ষিণনগর, পশ্চিমবঙ্গ, বয়স আনুমানীক ৪৯ বছর। উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, গায়ের রঙ - শ্যামলা, মুখমন্ডল গোলাকার, চুল-কালো, গত ১১/০৬/২০২৪ ইং তারিখ অসুস্থ অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হ এবং চিকিৎসা চলাকালীন গত ২৩/০৬/২০২৪ ই তারিখ মারা যায়। বর্তমানে দেহটি আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকক্তা করার জন্য আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়স্বজন মৃতদেহের দাবি করেনি।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তির মৃতদেহ সমন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে বা আত্মীয়স্বজন থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৪
৩। জিবিটি ওসি ০৩৮১ ২৩৫ ৫০৯৫

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-388/24

The Executive Engineer-IV, UDD, invites e-tender against PNIET No.: 03/CE/SE/EE-IV/UDD/EW/2024- 25 dated 26.06.2024 for Construction of RCC covered Drain & Improvement of Road shoulder in both side from Women's College to Ganaraj chowmohni including Footpath, Railing and other allied works etc.(L=400.00m) with following salient details.

8. Estimated Cost: Rs.3,42,71,794.37 (Rupees Three Crore Forty Two Lakhs Seventy One Thousand Seven Hundred Ninety Four & Thirty seven Paisa) only.
1. 2. Bid Fee: Rs. 8,000.00 (Rupees Eight Thousand Only)
3. Earnest Money: Rs 6,85,500.00 (Rupees Six Lakh Eighty Five Thousand Five hundred) only
4. Time of Completion: 4 (Four) months.
5. Last date & time for online Bidding: 23.07.2024 up to 15:00 Hours.
6. Bid Opening Date and Time: 23.07.2024 at 16:00 Hours (If Possible).
7. Pre-Bid Meeting Date and Time: 08.07.2024 at 15:30 Hours

Note: The bid forms and other details including online activities should be done only in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in. Submission of Bids physically not permitted.

ICA/C/555/24

Executive Engineer &
Urban Development Department
Agartala, Tripura(W)

শেওড়াফুলি স্টেশনে ভিড় ট্রেনে উঠতে গিয়ে লাইনে পড়ে গুরুতর জখম যুবক

শেওড়াফুলি, ২৮ জুন (হি.স.) : পূর্ব রেলের হাওড়া—বর্ধমান মেন শাখার শেওড়াফুলি স্টেশনে ভিড় ট্রেনে উঠতে গিয়ে লাইনে পড়ে গুরুতর জখম যুবক। কাটা গেল যুবকের একটি পায়ের নিম্নাংশ। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে। ওই যাত্রীর পায়ের একটি অংশের উপর দিয়ে ট্রেনের চাকা চলে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই যুবক শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে ভর্তি।

স্থানীয়দের কথায়, এদিন সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ ডাউন ব্যান্ডেল লোকাল শেওড়াফুলি স্টেশনের পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকে। অফিস টাইমে ট্রেনে প্রচন্ড ভিড় ছিল। চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে রেললাইনে পড়ে যান এক যুবক। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই যুবককে শেওড়াফুলি জিআরপি থানার পুলিশকর্মীরা উদ্ধার করেন। তবে যুবকের নাম, পরিচয় এখনও জানা যায়নি। যদিও যাত্রীর মোবাইল ফোনটি পাওয়া গিয়েছে। তার সূত্র ধরে আহত যুবকের পরিচয়, বাড়ির ঠিকানা জানার চেষ্টা করছে জিআরপি।

পরিস্থিতি একেবারেই অনুকূল, দেশজুড়ে আরও কিছুটা অগ্রসর হল বর্ষা

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.) : পরিস্থিতি একেবারেই অনুকূল, দেশজুড়ে আরও কিছুটা অগ্রসর হল বর্ষা। শুক্রবার ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, 'দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু পশ্চিম রাজস্থানের আরও কিছু অংশ, পূর্ব রাজস্থানের অবশিষ্ট অংশ, হরিয়ানার কিছু অংশ, সমগ্র দিল্লি, পশ্চিম উত্তর প্রদেশের আরও কিছু অংশে অগ্রসর হয়েছে; মধ্যপ্রদেশের অবশিষ্ট অংশ, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং পূর্ব উত্তর প্রদেশের আরও কিছু অংশে অগ্রসর হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, পশ্চিম রাজস্থানের

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত শিমলায় নরম মাটিতে গেঁথে গেল গাড়ি

শিমলা, ২৮ জুন (হি. স.): টানা কয়েক দিনের বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ। বৃষ্টির জলের তোড়ে ধস নামছে জায়গায় জায়গায়। তা সামলাতে প্রশাসন রীতিমত উদ্বিগ্ন।

এরই মাঝে শুক্রবার হিমাচল প্রদেশের শিমলার ছামিয়ানা এলাকায় বৃষ্টির জমা জল নেমে যাওয়ার পর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলি নরম কাদাতে গেঁথে যায়। ঘটনায় কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি বলে জানা গেছে। তবে পাহাড়ি অঞ্চলে মাটি নরম হয়ে যাওয়ায় যেকোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে আশঙ্কা স্থানীয়দের।

প্রথম বৃষ্টিতেই হাঁটুজল রাজধানীতে, জরুরি বৈঠকে এএপি-সরকার

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি. স.): বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে দিল্লি ও তাঁর পাশ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে। আর শুক্রবার সকাল হতেই জলমগ্ন দিল্লির একাংশ। জলের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে গাড়ি। সবমিলিয়ে মরসুমের প্রথম বৃষ্টিতেই জলের তলায় দিল্লির একাংশ। এই নিয়ে ইতিমধ্যে বিরোধীদের নিশানায় আম আদমি পার্টির সরকার। বিজেপির অভিযোগ, তাঁরা বারংবার রাজ্য সরকারকে বলেছিল পিডব্লুউডি-র পাইপলাইনগুলি পরিস্কার রাখতে, কিন্তু প্রশাসন এই বিষয়টিতে কর্ণপাত করেনি।

যদিও বেলা গড়াতেই জল নামানোর বিষয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতা শুরু করে রাজ্য সরকার। রাজ্যের মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকে বসে আম আদমি পার্টির সরকার। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অতিশী। এছাড়াও ছিলেন এএপি সরকারের মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ, গোপাল রাই, ইমরান হুসেন। সূত্রের খবর, বৈঠকে বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে জল জমার সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আলোচনা হয়।

এএপি সরকারের মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, ১৯৩৬ সালের পর দিল্লিতে এত বৃষ্টি হলো। তারফলে জল জমেছে একাধিক এলাকায়। কিন্তু তা দ্রুত নিকাশির ব্যবস্থা করা হয়। আগামীদিনে যাতে দিল্লিবাসীদের এই সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়, তার জন্য সচেষ্ট আম আদমি পার্টির সরকার।

দীর্ঘ ৫ মাস পর স্বস্তি, বিরসা মুন্ডা জেল থেকে মুক্তি পেলেন হেমন্ত সোরেন

রাঁচি, ২৮ জুন (হি.স.) : দীর্ঘ ৫ মাস পর অবশেষে স্বস্তি পেলেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতা হেমন্ত সোরেন। জামিন পাওয়ার পর শুক্রবার বিকেলে রাঁচির বিরসা মুন্ডা জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন তিনি। জেল থেকে বেরোনোর সময় হেমন্ত সোরেনের পাশে ছিলেন তাঁর স্ত্রী কল্পনা সোরেন। জেল টি বের হতেই সমর্থকদের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে প্রণাম করেন তিনি।

জমি দুর্নীতি মামলায় ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে শুক্রবার সকালেই জামিন দিয়েছে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট। দীর্ঘ ৫ মাস বন্দি থাকার পর শুক্রবার হেমন্ত সোরেনকে জামিন প্রদান করেছে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট। গত ৩১ জানুয়ারি ঝাড়খণ্ডে জমি দুর্নীতি সংক্রান্ত বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলায় ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম) নেতা হেমন্তকে গ্রেফতার করেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। গত ১৩ মে 'বেআইনি আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধ আইন' (পিএমএলএ) সংক্রান্ত রাঁচির বিশেষ আদালত হেমন্তের জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল। তার পরেই হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। অবশেষে প্রায় পাঁচ মাস পরে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন হেমন্ত। প্রসঙ্গত, গ্রেফতারির আগে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন হেমন্ত সোরেন।

বিপদের মুখে জ্যাভলিন থ্রোয়ার ডিপি মনু, অনিশ্চিত প্যারিস অলিম্পিক

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি. স.):বিপদের মুখে পড়েছেন জ্যাভলিন থ্রোয়ার ডিপি মনু। প্যারিস অলিম্পিক—এর আগে মনুর জন্য খুবই খারাপ খবর। ন্যাশনাল অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সি জানিয়েছে সন্দেহভাজন ডোপিং লঙ্ঘনের জন্য ডিপি মনুকে নিষিদ্ধ করেছে ভারতের অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন। ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি দ্বারা পরিচালিত একটি ডোপ পরীক্ষায় ডিপি মানুর রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এর ফলে চলতি আন্তঃরাষ্ট্রীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি অংশ নিতে পারেননি। ডিপি মনুর প্যারিস অলিম্পিক—এর যোগ্যতা পর্ব থেকেও ছিটকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

জানা গেছে ভারতে একটি প্রতিযোগিতা চলাকালীন নাডা তাঁর ডোপ পরীক্ষা করেছিল। বর্তমানে সেই রিপোর্ট ইতিবাচক পাওয়া গিয়েছে।

বজবজে সোনার দোকানে ভয়াবহ ডাকাতি

কলকাতা, ২৮ জুন (হি.স.) : বজবজে সোনার দোকানে ডাকাতি। শুক্রবার দুপুরে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘটল বজবজের একটি সোনার দোকানে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ক্রেতা সেজে তিন জন দুষ্কৃতী দোকানের ভিতরে ঢুকেছিল। মুখে ছিল কালো কাপড় ও মাথায় হেলমেট পরিহিত তিন দুষ্কৃতী নগদ ৬০ হাজার টাকা ও পাঁচ ভরি সোনার গয়না নিয়ে এলাকা থেকে চম্পট দেয়।

PNIeT-01/EE/Div.-IV/AMC/24-25 DATE : 25/05/2024

Online Single bid percentage e-tender are invited for the following Works.

Sl. No.	NAME OF THE WORK ID	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID	PLACE OF SALE OF TENDR DOCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1	**DNIeT No.: 01/DIV-IV/AMC/24-25** Tender ID-2024_SAMC_50108_1	Rs.10,85,203/-	Rs.21,704/-	**90 (Ninety) days**	**09/07/2024 15.00 H0ur**	**09/07/2024 16.00 Hours (If possible)**	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	**DNIeT No.: 02/DIV-IV/AMC/24-25** Tender ID-2024_SAMC_50105_1	Rs.3,40,213/-	Rs.6,804/-	**60 (Sixty) days**				
3	**DNIeT No.: 03/DIV-IV/AMC/24-25** Tender ID-2024_SAMC_50116_1	Rs.8,46,578/-	Rs.16,932/-	**90 (Ninety) days**				
4	**DNIeT No.: 04/DIV-IV/AMC/24-25** Tender ID-2024_SAMC_50112_1	Rs.5,77,266/-	Rs.11,545/-	**90 (Ninety) days**				

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W. Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour.

N.B.: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratender.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scaned documents as specified in this tender document on the e-procurement website, by the eligible bidders.

Sd/-Illegible
Executive Engineer
P. W. Division No. - IV
Agartala Municipal Corporation

PNIET No:- 04/EE/PWD(DWS)/AMB/2024-25

Single bid percentage rate e-tender is invited for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT143/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24 (2nd Call)	Rs. 3225739.00	Rs. 64515.00	90 (Ninety) days	Appropriate Class
2	DNIeT144/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24 (2nd Call)	Rs. 1935442.00	Rs. 38709.00	90 (Ninety) days	
3	DNIeT145/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24 (2nd Call)	Rs. 4708547.00	Rs. 94171.00	90 (Ninety) days	
4	DNIeT146/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24 (2nd Call)	Rs. 4708547.00	Rs. 94171.00	90 (Ninety) days	
5	DNIeT147/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24 (2nd Call)	Rs. 7274558.00	Rs. 145491.00	90 (Ninety) days	
6	DNIeT148/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24 (2nd Call)	Rs. 1522676.00	Rs. 30454.00	90 (Ninety) days	

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 12-07-2024 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 15-07-2023 at 16.00 Hrs. Website for Document Downloading and Bidding at https://tripuratenders.gov.in
Application
Tender Fee : 1000.00 for S1 No 01, 02, 03 04, 06 & 4000.00 for S1 No 05 (non refundable).
Depositing of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in DNIeT through https://tripuratenders.gov.in for any query M-9436355955 / 8787790988
All are details www.eprocure.gov.in/epublishing available in the https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/567/24

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura.

PNIT NO.: 17/EE/MNP/PWD (R&B)/2024-25 Date 26/06/2024

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD (R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl. No.	PNIeT No & DNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1.	PNIT No. 17/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25 &	Upto 3.00 pm On 09/07/2024	At 4.00 pm on 09/07/2024 (If possible)
i)	DNIT No. 44/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25		
ii)	DNIT No. 45/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25		

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/560/24

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
(Er. Nihar Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpu, west Tripura.

Dated: 27/06/2024

Notice inviting Tender

The Undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites Tender from the bonafide and eligible bidders in prescribed Format (sealed with cover) for purchases and Installation of 10 (ten) nos 2 (two) ton 5 star inverter Air Conditioner Machine in hall room under Old Agartala RD Block.

The rate should be quoted both in figures & words as per prescribed format. The stated sealed cover from should be dropped attach a D-call in favour of THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, Old Agartala RD Block, West Tripura, from any Bank through bank draft an amount of Rs. 30,000/- (thirty thousand) in the tender Box, kept at the chamber of the Block Development Officer, Old Agartala R.D. Block between 11:00 am to 3:00 pm during the Office hours till 11th
the day of issue of this notification with specification and brand name.
July'2024 from The Tender will be opened on the same day at 4.00 pm if possible in presence of the bidders who will remain present at time of opening the tender.
The detailed terms & conditions are shown in the Notice Board office of the undersigned.

ICA/C/ 563/24

SD/-
Block Development Officer
Old Agartala R. D. Block

NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Governor of Tripura sealed cover Tenders are invited (3RD Call) in plain paper for sale of 08(eight) numbers of Condemned vehicles of Central MT Pool, Agartala on 'AS IS WHERE IS BASIS'.

The willing bidders may collect detailed information including Terms & Conditions from the office of the undersigned, CMT Pool, A.D.Nagar, Agartala on free of cost basis from 03-07-2024 to 05-07-2024 on any working day during office hours, on submission of a prayer on plain paper.

ICA/C/ 564/24

Supdt. of Police/ Procurement) Tripura, Agartala.

কাজের সন্ধান

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ম্যানেজার পদে ৬২৭

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ব্যাঙ্কে চাকরি বিশেষ করে ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় নিয়োগের পরীক্ষার জন্য গুয়াহাটি এবং কলকাতা সহ সারা দেশে ৩৯টি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। উচ্চশিক্ষিত কর্মপ্রার্থীদের জন্য এটি একটি দারুন সুযোগ বলা যায়। অনলাইনে আবেদন, অনলাইনে পরীক্ষা। বিওবি অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় ম্যানেজারিয়েল পোস্ট ও অ্যানালিস্ট সহ বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ দুটি পৃথক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ৬২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিই/ বিটেক/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বা সিএ পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন। নম্বরের তেমন কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে পিজি যোগ্যতার পাশাপাশি সিএ পাশ বা অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২২-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে)। তবে ভিন্ন ভিন্ন পদের ক্ষেত্রে বয়স ভিন্নতর। অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটির মতো দেশজুড়ে ৩৯টি শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৬-২০২৪-এ ২২ থেকে ৪০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তবে পদ অনুযায়ী বয়স ভিন্নতর। তফশিলি, ওবিসি, প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন একটি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মোট শূন্যপদ ৪৫৯-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৬৪টি, এসটি'র জন্য ৪৭টি, ওবিসি'র জন্য ১১১টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৬৯টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১০১টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ২০টি পদ। অপর একটি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মোট শূন্যপদ ১৬৮-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৩০টি, এসটি'র জন্য ২৪টি, ওবিসি'র জন্য ৬০টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২৮টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ২৬টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। পদের নাম, পদের সংখ্যা, আবশ্যকীয় যোগ্যতা, কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদি বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

শূন্যপদগুলো হলো ঃ— ক্রমিক নং ১ ঃ ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় স্পেশালিস্ট অফিসার তথা সিনিয়র ম্যানেজার সহ বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৪৫৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি, সিএপাশ, বয়স ঃ ২২-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটির মতো দেশজুড়ে ৩৯টি শহরে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। এছাড়া, অপর এক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী একই ব্যাঙ্কে অ্যানালিস্ট ও ম্যানেজারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ এলএলবি ... ইত্যাদি পাশ, বয়স ঃ ২৪-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র গুয়াহাটি অথবা কলকাতা, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। উল্লেখ্য, আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে বয়স, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে। সফল প্রার্থীদের চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য পরবর্তী সময়ে ইন্টারভিউতে ডাকা হবে। এককথায়, প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। তবে ত্রিপুরার প্রার্থীরা কাছাকাছি কেন্দ্র হিসেবে 'গুয়াহাটি' অথবা 'কলকাতা' কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবেন। সারা দেশ জুড়ে এরকম আরো ৩৯টি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। অন্যান্য কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে চাইলে তা আগে থেকে ফর্ম ফিলামের সময় তা উল্লেখ করে দিতে হবে।পরীক্ষার তারিখ স্থির হয়নি। যথাসময়ে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। এডমিট কার্ড বা কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২ জুলাই। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, স্বাক্ষর ও সিভি স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে, (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, সইয়ের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন পদ্ধতিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রেপরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং রিসিপ্ট কপি নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসে ফোনে অথবা হোয়াটস্অ্যাপে ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে যোগাযোগ করে সহযোগিতা নিতে পারেন। প্রয়োজনে 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং রিসিপ্ট কপি নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান ইত্যাদি।

অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বাহিনীতে ১৫২৬ জন হেড-কনস্টেবল

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। বিএসএফ বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স সহ ৬টি প্রতিরক্ষা উইং-এ অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর ও হেডকনস্টেবল, স্টেনো, হেড-কনস্টেবল, মিনিস্টেরিয়ালপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫২৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, টাইপিংয়ে দক্ষ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র সারা দেশ জুড়ে, তবে তারিখ ও বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর (স্টেনোগ্রাফার), ওয়ারেন্ট অফিসার, হেড-কনস্টেবল (মিনিস্টেরিয়াল) পদে ১৫২৬ জন নিয়োগ করবে বিএসএফ বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে। কেবলমাত্র ভারতীয় তরুণ-তরুণী প্রার্থীরাই আবেদনের যোগ্য।

মোটশূন্যপদ ১৫২৬টিরমধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্টসাব ইন্সপেক্টর (স্টেনোগ্রাফার) এবং ওয়ারেন্ট অফিসার (পি.এ) পদে ২৪৩টি। এর মধ্যে বিএসএফ-এ ১৭টি (অসংরক্ষিত ২, ইডব্লিওএস ২, এসসি ২, এসটি ১১)। সিআরপিএফ-এ ২১টি (অসংরক্ষিত ৮, ইডব্লিওএস ২, ওবিসি ৬, এসসি ৩, এসটি ২)। আইটিবিপি-তে ৫৬টি (অসংরক্ষিত ২২, ইডব্লিওএস ৬, ওবিসি ১৬, এসসি ৭, এসটি ৫)। সিআইএসএফ-এ ১৪৬টি (অসংরক্ষিত ৪৩, ইডব্লিওএস ৯, ওবিসি ৪৯, এসসি ৩০, এসটি ১৫)। এসএসবি-তে ৩টি (অসংরক্ষিত ২, ওবিসি ১)। হেডকনস্টেবল (মিনিস্টেরিয়াল) এবং হাবিলদার (ক্লার্ক) পদে ১২৮৩টি। এর মধ্যে বিএসএফ-এ ৩০২টি (অসংরক্ষিত ৮০, ইডব্লিওএস ২০, ওবিসি ৯৯, এসসি ৪৭, এসটি ৫৬)। সিআরপিএফ-এ ২৮২টি (অসংরক্ষিত ১১০, ইডব্লিওএস ২৭, ওবিসি ৭৩, এসসি ৪১, এসটি ৩১)। আইটিবিপি-তে ১৬৩টি (অসংরক্ষিত ৯২, ইডব্লিওএস ১১, ওবিসি ২২, এসসি ৩১, এসটি ৭)। সিআইএসএফ-এ ৪৯৬টি (অসংরক্ষিত ২০৪, ইডব্লিওএস ৪৯, ওবিসি ১৩৩, এসসি ৭৪, এসটি ৩৬)। এসএসবি-তে ৫টি (অসংরক্ষিত৩, এসসি ১, এসটি ১)। এ.আর-এ ৩৫টি (অসংরক্ষিত ১৬, ইডব্লিওএস ৩, ওবিসি ৯, এসসি ৫, এসটি ২)। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতি (এসসি), তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি), ওবিসি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য যেমন সংরক্ষিতপদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত পদও রয়েছে প্রচুর। শূন্যপদের সংখ্যা দপ্তরেরপ্রয়োজনে বাড়তেও পারে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। তবে শূন্যপদের বিভাজনের নিরিখে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতেপারবেন।

প্রতি ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। সঙ্গে আবশ্যিক যোগ্যতা হিসেবে শর্টহ্যান্ড বা স্টেনোগ্রাফি জানা এবং কম্পিউটারে টাইপিং দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। আবশ্যিক যোগ্যতা না থাকলেও আবেদন করা যাবে, তবে সময়ে তা দক্ষতার সহিত শিখে নিতে হবে। বয়স হতে হবে ০১-০৮-২০২৪ তারিখেরহিসেবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মে বয়সের ছাড়পাবেন।

মূল মাইনে অ্যাসিস্ট্যান্টসাব ইন্সপেক্টর (স্টেনোগ্রাফার) এবং ওয়ারেন্ট অফিসার (পি.এ) পদের ক্ষেত্রে পে লেভেল ০৫ অনুযায়ী ২৯,২০০ - ৯২,৩০০ টাকা। হেড কনস্টেবল (মিনিস্টেরিয়াল) এবং হাবিলদার (ক্লার্ক) পদের ক্ষেত্রে পে লেভেল ০৪ অনুযায়ী ২৫,৫০০ - ৮১,১০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য ভাতা সমূহও রয়েছে। শারীরিক মাপজোক হতে হবে পুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৬৮ সেমি (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি)। বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৭১ ও ৭৬ সেমি)। ত্রিপুরারপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৬৫ সেমি। বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৩ ও ৭৮ সেমি। মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৫৭ সেমি (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৫৪ সেমি)। ত্রিপুরারপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৫৫ সেমি। ওজন হতে হবে বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের ক্ষেত্রে অন্তত ৬/৬ ও ৬/৯। চশমা থাকলে চলবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ৮ জুলাইয়ের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৮ জুলাই। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ও ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্তপাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিতপরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতেপারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিতপরীক্ষা, প্রাথমিকভাবে নথিপত্র যাচাই, শারীরিক মাপজোক, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, স্কিল ট্রেড টেষ্ট ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। শারীরিক সক্ষমতারপরীক্ষায় থাকবে পুরুষদের ক্ষেত্রে ৬ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়, ১১ ফিট লং জাম্প এবং ৩.৫ ফিট হাই জাম্প। মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড়, ৯ ফিট লংজাম্প, ৩ ফিট হাই জাম্প। এছাড়াও, এবিষয়ে আরও জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতেপারেন অথবা কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসে যোগাযোগ করে নিতে পারেন।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ১৫৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জুলাই,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার, কেমিস্ট (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ৯৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জুলাই,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (শিপ বিল্ডার্স)**
শূন্যপদ ঃ ৫১৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ৪৫৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি, সিএপাশ,
বয়স ঃ ২২-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যানালিস্ট, ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৬৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ এলএলবি ... ইত্যাদি পাশ,
বয়স ঃ ২৪-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা কেন্দ্র গুয়াহাটি অথবা কলকাতা, তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ২১৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি, সিএ পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইনটারভিউর কেন্দ্র কলকাতা সহ ১০টি বড় শহরে, তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৬৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ট্রেড এপ্রেন্টিস (কেন্দ্রীয় ফ্যাক্টরি),**
শূন্যপদ ঃ ৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নাবিক জিডি, যান্ত্রিক (উপকূল রক্ষী বাহিনী),**
শূন্যপদ ঃ ৩২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২২ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ জুলাই,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি (পাওয়ার গ্রিড),**
শূন্যপদ ঃ ৪৩৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং) পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কললেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ডিভিসি),**
শূন্যপদ ঃ ৬৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রজেক্ট স্টাফ (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৭৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, বিএসসি, বিসিএ পাশ,
বয়স ঃ ৩৫-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুলাই,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য ৪ জুলাই থেকেই ডাকা হতে পারে, তবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (ডিভিসি),**
শূন্যপদ ঃ ১৭৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এ.এস.আই, স্টেনো, হেড-কনস্টেবল, মিনিস্টেরিয়াল (বিএসএফ)**
শূন্যপদ ঃ ১৫২৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, টাইপিংয়ে দক্ষ হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র সারা দেশ জুড়ে, তবে তারিখ ও বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ওয়ার্কার (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২০১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ট্রেড টেস্ট ও ইন্টারভিউর দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

অনলাইনে দরখাস্ত পাঠিয়ে মাধ্যমিক পাশদের উপকূল রক্ষী বাহিনীতে চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। উচ্চশিক্ষিত নয়, এমন বেকারদের জন্য ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড অর্থাৎ ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীতে চাকরির সুযোগ রয়েছে। যোগ্যতা কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ। এককথায় বলা যায়, কোস্ট গার্ডে নাবিক, যান্ত্রিক পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ২২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ জুলাই, ইন্টারভিউ অথবা লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

বিস্তারিত খবর হলো, ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীতে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণরা ০৩-০৭-২০২৪-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২২ বছর-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। ওবিসি-দের জন্য ৩ বছর এবং এসসি, এসটি-দের ক্ষেত্রে ৫ বছরের যথারীতি শিথিলতা রয়েছে। বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - অন্তত পক্ষে মাধ্যমিক পাশ। নিয়োগ হবে ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীতে এন্ট্রি - ০১/২০২৫ ব্যাচে। ট্রেনিং শুরু হবে ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে।

প্রার্থীবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও মেডিক্যাল টেস্টের ভিত্তিতে। ১ ঘন্টার লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৭ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, ২০টি ওঠ-বস এবং ১০টি পুস আপ। সবশেষে হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র শিলং অথবা কলকাতায়। প্রয়োজনে আগরতলায়ও সেন্টার হতে পারে। পরীক্ষা নেওয়া হবে ডিসেম্বর মাসে। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১৫ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না। পূর্ব ভারত সহ অন্যান্য পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম ও কোড নম্বর জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ৩ জুলাই বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৩ জুলাই। অফলাইনে অর্থাৎ ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠানোর পদ্ধতি এখন থেকে বাতিল করা হয়েছে। কেবলমাত্র অনলাইনেই দরখাস্ত পাঠাতে হবে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, পরবর্তী সময়ে তা পূর্ণ করতে পারবেন। অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর কাজ সম্পন্ন হলে, আপনার ইমেল ঠিকানা ও মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসপোর্ট দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি ইন্টারভিউর ধরণ, বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ/ টেলিগ্রাম ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

শূন্যপদগুলো হলো — ক্রমিকনং (১) নাবিক (জেনারেল ডিউটি) ঃ শূন্যপদ ২৬০টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১০২টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ২৫টি, ওবিসি'র জন্য ৮২টি, এসটি'র জন্য ১০টি এবং এসসি'র জন্য ৪১টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। যোগ্যতা - স্বীকৃত বোর্ড বা পর্ষদ থেকে ম্যাথ ও ফিজিক্স সহ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। বয়স - ১৮ থেকে ২২-এর মধ্যে।

ক্রমিক নং (২) যান্ত্রিক (মেকানিক্যাল) ঃ শূন্যপদ ৩৩টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১৬টি, ওবিসি'র জন্য ৭টি, এসটি'র জন্য ৬টি এবং এসসি'র জন্য ৪টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। যান্ত্রিক (ইলেট্রিক্যাল) ঃ শূন্যপদ ১৮টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১১টি, ওবিসি'র জন্য ৪টি এবং এসসি'র জন্য ৩টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। যান্ত্রিক (ইলেকট্রনিক্স) ঃ শূন্যপদ ৯টি, এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৫টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ২টি, এসটি'র জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। যোগ্যতা - স্বীকৃত বোর্ড বা পর্ষদ থেকে মাধ্যমিক পাশের পর নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ হতে হবে। বয়স - ১৮ থেকে ২২-এর মধ্যে। প্রতিটি পদের ক্ষেত্রে বয়সের শিথিলতা, মূল মাইনে ইত্যাদি বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে ?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।
* কর্পোরেট সেক্টরে **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জুলাই, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ইঞ্জিনিয়ার, কেমিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ জুলাই, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে শিপ বিল্ডার্স-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫১৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি, মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৫৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি, সিএ পাশ, বয়স ঃ ২২-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **অ্যানালিস্ট, ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ এলএলবি ... ইত্যাদি পাশ, বয়স ঃ ২৪-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র গুয়াহাটি অথবা কলকাতা, তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২১৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি, সিএ পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইনটারভিউর কেন্দ্র কলকাতা সহ ১০টি বড় শহরে, তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় ফ্যাক্টরিতে **ট্রেড এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ জুলাই, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* উপকূল রক্ষী বাহিনীতে **নাবিক জিডি, যান্ত্রিক**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২২ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ জুলাই, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পাওয়ার গ্রিডে **ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৩৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং) পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কললেটারে জানানো হবে।

* ডিভিসি-তে **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে **প্রজেক্ট স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, বিএসসি, বিসিএ পাশ, বয়স ঃ ৩৫-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ জুলাই, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য ৪ জুলাই থেকেই ডাকা হতে পারে, তবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* ডিভিসি-তে **এক্সিকিউটিভ ট্রেনি**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বিএসএফ-এ **এ.এস.আই, স্টেনো, হেড-কনস্টেবল, মিনিস্টেরিয়াল**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫২৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, টাইপিংয়ে দক্ষ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র সারা দেশ জুড়ে, তবে তারিখ ও বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **ওয়ার্কার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ জুলাই, বাছাইকৃতদের ট্রেড টেস্ট ও ইন্টারভিউর দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন ইরান, মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪ প্রার্থী

তেহরান, ২৮ জুন (হি.স.): ইরানে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটগ্রহণ চলছে। শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে, চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। তবে এরপরও ভোটার উপস্থিতি থাকলে ভোটদানের সময় মধ্যরাত পর্যন্ত বাড়তে পারে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের নিয়ম অনুসারে, যদি কোনও প্রার্থী কমপক্ষে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট না পান, তবে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর প্রথম শুক্রবার শীর্ষ দুই প্রার্থীর মধ্যে ফের রান-অফ রাউন্ডের ভোট হবে।

হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় গত ১৯ মে প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির মৃত্যুর পর ইরানিরা নতুন নেতা নির্বাচনের জন্য ভোট কেন্দ্রে আসছেন। জনসাধারণের কঠিন এই সময়ে সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনীর প্রতি অনুগত চার প্রার্থী এবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই আগাম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহী ৮০ জনের মধ্য হতে ৬ জনকে যোগ্য প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছিল ইরানের গার্ডিয়ান কাউন্সিল। তবে পরে দুই জন প্রার্থী অন্যদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে সরে আসার ঘোষণা করেন। ফলে এবারের নির্বাচনের মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন চার প্রার্থী। এর এই চার প্রার্থী হলেন- মাসুদ পেজেশকিয়ান, মোস্তফা পুরমোহাম্মাদি, সাইদ জলিলি এবং মোহাম্মদ বাকের কলিবফ।

৭.২ তীব্রতার ভূমিকম্পে কাঁপল মধ্য পেরুর উপকূল, সুনামির সতর্কতা জারি

লিমা, ২৮ জুন (হি.স.) : শক্তিশালী তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মধ্য পেরুর উপকূল। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৭.২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, শুক্রবার মধ্য পেরুর উপকূলে ৭.২ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পের পরই উপকূলে সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়।

ইউএসজিএস জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল আটিকুইপা জেলা থেকে ৮.৮ কিলোমিটার (৫.৫ মাইল) দূরে। ভূমিকম্পের পর সুনামির সতর্কতা জারি করা হলেও, পরে তা তুলে নেওয়া হয়। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্ত্বেও, ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

রেলের দক্ষিণ-পূর্ব শাখায় বাতিল একাধিক লোকাল—সহ দূরপাল্লার ট্রেন

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.): শিয়ালদহের পর চরম ভোগান্তির শিকার হতে চলেছেন রেলের দক্ষিণ-পূর্ব শাখার যাত্রীরা। শনিবার (২৯ জুন) থেকে বাতিল করা হয়েছে একাধিক লোকাল—সহ দূরপাল্লার ট্রেন। খড়গপুর শাখায় রেলের কাজের জন্য ব্যাহত হবে এই ট্রেন চলাচল।

রেলের তরফে এক বিবৃতিও জারি করে বলা হয়েছে, প্রি-নন ইন্টারলকিং এবং নন-ইন্টারলকিংয়ের কাজ চলবে খড়গপুর শাখার আন্দুল স্টেশনে। ২৯ জুন থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত চলবে এই কাজ। এই ৮ দিন বাতিল থাকবে একাধিক লোকাল এবং দূরপাল্লার ট্রেন। সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে মোট ১২ টি দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রাপথও।

৩০ জুন, ২ ও ৬ জুলাই বাতিল থাকবে হাওড়া-দিঘা-হাওড়া তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস, হাওড়া-বারবিল-হাওড়া জন শতাব্দী এক্সপ্রেস এবং সাঁতরাগাছি-পুরুলিয়া-হাওড়া এক্সপ্রেস। সম্বলপুর-শালিমার এক্সপ্রেস ৫ তারিখে বাতিল থাকবে। ৫ জুলাই এবং ৬ জুলাই বাতিল থাকবে জগদলপুর-হাওড়া সমলেশ্বরী এক্সপ্রেস, হাওড়া-চক্রধরপুর/বোকারো স্টিল সিটি এক্সপ্রেস। ৬ জুলাই চলবে না হাওড়া-তিতলাগড়/কান্তবাঞ্জি-হাওড়া ইস্পাত এক্সপ্রেস—সহ একাধিক ট্রেন।

স্বস্তি পেলেন হেমন্ত সোরেন, জমি দুর্নীতি মামলায় জামিন মঞ্জুর করল ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট

রাঁচি, ২৮ জুন (হি.স.): জমি দুর্নীতি মামলায় ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে জামিন দিল ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট। দীর্ঘ ৫ মাস বন্দি থাকার পর শুক্রবার হেমন্ত সোরেনকে জামিন প্রদান করেছে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট।

গত ৩১ জানুয়ারি ঝাড়খণ্ডে জমি দুর্নীতি সংক্রান্ত বেআইনি আর্থিক লেনদেনের মামলায় ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম) নেতা হেমন্তকে গ্রেফতার করেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

গত ১৩ মে 'বেআইনি আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধ আইন' (পিএমএলএ) সংক্রান্ত রাঁচির বিশেষ আদালত হেমন্তের জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল। তার পরেই হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। অবশেষে প্রায় পাঁচ মাস পরে জামিনে মুক্তি পেছেন জেলবন্দি হেমন্ত। প্রসঙ্গত, গ্রেফতারির আগে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন হেমন্ত সোরেন।

প্রবল বৃষ্টি উত্তর প্রদেশে, ভারী বর্ষণে জনজীবন বিপর্যস্ত হরিয়ানাতেও

লখনউ ও গুরুগ্রাম, ২৮ জুন (হি.স.): ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস মতোই প্রবল বৃষ্টিতে ভিজল উত্তর প্রদেশ, বৃষ্টি হয়েছে হরিয়ানার গুরুগ্রামেও। শুক্রবার সকালে প্রবল বৃষ্টি হয় উত্তর প্রদেশের নয়ডা ও মোরাদাবাদ-সহ বিভিন্ন জেলায়। বৃষ্টি হয়েছে হরিয়ানার গুরুগ্রামেও। গুরুগ্রামে রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হয়েছেন মানুষজন। রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় বিভিন্ন স্থানে ধীর গতিতে চলাচল করছে যানবাহন।

এদিকে, রাজধানী দিল্লিতেও বৃষ্টিতে দুর্বিষহ অবস্থা। শুক্রবার ভোররাত আড়াইটে থেকে ভোর সাড়ে ৫টা পর্যন্ত এই তিন ঘণ্টায় দিল্লিতে বৃষ্টি হয়েছে ১৫০ মিলিমিটার। কয়েক ঘণ্টার এই বৃষ্টিতে রাজধানীর বহু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। দিল্লির নিচু এলাকাগুলিতে বাড়ির মধ্যে জল ঢুকে গিয়েছে। যান চলাচলের অবস্থাও তথৈবচ। রাস্তায় রাস্তায় বিপুল যানজট। ভারী বৃষ্টির জেরে প্রভাব পড়েছে বিমান চলাচলেও। তার সঙ্গে বিমানবন্দরের এক নম্বর টার্মিনালে ছাদ ভেঙে পড়ে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৫ জন। এক নম্বর টার্মিনাল থেকে সমস্ত পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।

কলকাতা বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক, সরানো হল যাত্রীদের

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.): ফের বোমাতঙ্ক কলকাতা বিমানবন্দরে। শুক্রবার কলকাতা থেকে পুণে যাওয়ার একটি বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। জানা গেছে, বিমানটিতে একশোর উপরে যাত্রী ছিলেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক যাত্রীকে বিমান থেকে নামিয়ে আনা হয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে সিআইএসএফ এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। উড়ানটিকে রানওয়ে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় বম্ব স্কোয়াডের সদস্যরা। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিমানটি পরীক্ষা করে দেখেন কোথাও কোনও বিস্ফোরক রয়েছে কিনা।

জানা যাচ্ছে, কলকাতা থেকে পুণেগামী একটি বিমান ছাড়ার সময় এই ঘটনাটি ঘটে। এক যাত্রীর লাগেজ ব্যাগ ঘিরেই এই আত ছড়ায়। লাগেজ চেকের সময় পুনেগামী বিমানের এক যাত্রী দাবি করেন যে, তাঁর ব্যাগে বোমা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রবল চাঞ্চল্য ছড়ায় বিমান তথা বিমানবন্দরে। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়। আটক করা হয়েছে ওই যাত্রীকে। কিন্তু ব্যাগে আদৌ বোমা ছিল কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ওই যাত্রীকে জেরা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এর আগেও কয়েকমাস আগে কলকাতা বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছিল। সেবার ইমেল পাঠানো হয়েছিল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে। তাতে হুমকি দেওয়া হয়েছিল, বিমানবন্দর উড়িয়ে দেওয়া হবে বলে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালালেও সেবার কিছু মেলেনি।

বৃষ্টির মধ্যেই দিল্লিতে ভেঙে পড়ল নির্মীয়মান বহুতল, কয়েকজন আটকে থাকার আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.): প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই দিল্লিতে ভেঙে পড়ল একটি বহুতলের একাংশ। শুক্রবার সকালে দিল্লির বসন্ত বিহারে একটি নির্মীয়মান বহুতলের একাংশ ভেঙে পড়ে, ভেঙে পড়ে দেওয়াল। এই ঘটনায় কয়েকজন শ্রমিকের আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে এনডিআরএফ, দমকল ও পুলিশ। এখনও কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

শুক্রবার সকালে দিল্লির বসন্ত বিহার এলাকায় তিনজন শ্রমিক একটি নির্মীয়মান ভবনের গর্তে পড়ে যান, তারপর এনডিআরএফ, দমকল এবং পুলিশ আধিকারিকদের উদ্যোগে উদ্ধার অভিযান চালানো হয়। শ্রমিকরা ঘটনাস্থলের কাছে অস্থায়ী কুঁড়েঘরে বসবাস করছিলেন এবং প্রবল বৃষ্টির কারণে ঝুপড়িগুলো গর্তে ধসে পড়ে। এনডিআরএফ-এর ১৬-টম ব্যাটেলিয়নের ইনস্পেক্টর কুণাল বলেছেন, 'আমরা তথ্য পেয়েছি, একটি নির্মীয়মান বিল্ডিং ভেঙে পড়েছে এবং ওই বিল্ডিংয়ের বেসমেন্টে জল ঢুকেছে এবং লোকজন আটকে পড়ার আশঙ্কা করছে। আমাদের উদ্ধার অভিযান চলছে।'

গড়িয়াহাটে শুরু হকার সার্ভে, পথে নামলেন মেয়র পারিষদ

কলকাতা, ২৮ জুন (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই শুক্রবার সকালে গড়িয়াহাটে সমীক্ষা শুরু করল কলকাতা পুরসভা। পথে নামলেন মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। সঙ্গে ছিলেন অফিসাদের দল। হকারদের সঙ্গে কথা বলে, তাঁদের একটি ফর্মও দেওয়া হয়। পুরসভা সূত্রে খবর, হকারদের দোকান প্রতি পরিবারের একজনকে একটি করে ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। সেই ফর্ম খতিয়ে দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পুরসভার পাশাপাশি সমীক্ষা করবে হকার কমিটিগুলিও। এই সমীক্ষার ভিডিওগ্রাফি করা হবে। আগামী ১ মাসের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করবে পুরসভা। সব খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবে মুখ্যমন্ত্রীর তৈরি হাইপাওয়ার কমিটি।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বৃহস্পতিবার একটি ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। যে সমস্ত হকারদের পুলিশ তুলে দিয়েছে বা যাদের দোকান ভেঙে দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় গিয়ে এই কমিটির সদস্যরা সার্ভে করবেন এবং তাঁদের নাম নথিভুক্ত করবেন। ফুটপাত বেআইনিভাবে দখল রয়েছে কিনা সেই বিষয়টি যেমন একদিকে খতিয়ে দেখা হয়।

দিল্লি বিমানবন্দরে ভাঙল ছাদ, কটাক্ষ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি. স.): বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত রাজধানী দিল্লিতে ঘটে গেল অঘটন! দিল্লি বিমানবন্দরের টার্মিনাল ১-এ ভেঙে পড়ল ছাদ। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের, এছাড়াও আহত হয়েছেন ৫ জন। দমকল জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ খবর পাওয়া যায়, দিল্লি বিমানবন্দরের টার্মিনাল ১-এ ছাদ ভেঙে পড়েছে। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের ৩টি ইঞ্জিন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আর এই ঘটনায় কেন্দ্রকে নিশানা করলো কংগ্রেস।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এদিন সুর চড়িয়ে বলেন, গত ১০ বছরে এই সরকারের আমলে যেসব নির্মাণ হয়েছে, তা তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে এমন একাধিক পরিসংখ্যানের উল্লেখ করে ট্যুইট করেন কংগ্রেস নেতা।

প্রবল বৃষ্টিতে দিল্লিতে জল জমে চূড়ান্ত ভোগান্তি, মেয়র বললেন আগের থেকে পরিস্থিতি ভালো

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.): অসহ্য গরম থেকে দিল্লিবাসীকে স্বস্তি দিয়েছে বৃষ্টি, আর এই বৃষ্টিই বয়ে এনেছে চূড়ান্ত ভোগান্তি। সারারাতের বৃষ্টির পর শুক্রবার সকালে দিল্লির বিভিন্ন স্থানে রাস্তায় জল জমে গিয়েছে, কোথাও হাঁটু পর্যন্ত, কোথাও আবার হাঁটুর ওপরে জল জমে গিয়েছে। রাস্তায় জল জমে যাওয়ার জন্য দিল্লিতে ভোগান্তির শিকার হয়েছেন গাড়ির চালকরা, শ্লথ গতিতে চলাচল করেছে গাড়ি।

তবে, দিল্লির মেয়র শেলি ওবেরয় বলেছেন, গতবারের তুলনায় এবার পরিস্থিতি অনেকটাই ভালো। শেলি ওবেরয় শুক্রবার সকালে বলেছেন, মরসুমের প্রথম বৃষ্টি এটি। সমস্ত পয়েন্ট চিহ্নিত করা হয়েছে। সমস্ত দফতর ও অফিসাররা মাঠে নেমে কাজ করছেন। এই পরিস্থিতির আর সম্মুখীন হতে হবে না দিল্লিবাসীকে।

কালনায় নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার, ছড়ালো চাঞ্চল্য

কালনা, ২৮ জুন (হি.স.): বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিল এক স্কুল পড়ুয়া। রাতভর নিখোঁজ থাকার পর শুক্রবার সকালে সেই নাবালিকার দেহ উদ্ধার হল। তার বাড়ি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে কালনার ধর্মডাঙ্গা এলাকায় একটি পুকুর থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়। ইতিমধ্যেই পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম নার্গিস খাতুন (১৫)। তার বাড়ি কালনা নান্দাই দুপসা গ্রামে। সে নবম শ্রেণীতে পড়ত। পরিবারের অভিযোগ, গতকাল সন্ধ্যায় তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কোপার কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করল উরুগুয়ে

নিউইয়র্ক, ২৮ জুন (হি. স.): শুক্রবার বলিভিয়ার বিপক্ষে ৫-০ গোলে বিশাল জয় পেল উরুগুয়ে। আর এই জয়ে কোপার কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করল উরুগুয়ে। শুক্রবার মেটলাইফ স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই আক্রমণে গেছে উরুগুয়ে। ম্যাচের আট মিনিটে উরুগুয়েকে এগিয়ে দেন উইঙ্গার ফ্যাকুন্ডো পেলিস্ট্রি। এর পর ম্যাচের ২১ মিনিটে উরুগুয়েকে দ্বিতীয় গোল করে এগিয়ে দেন লিভারপুলের স্ট্রাইকার ডারউইন নুনেজ। ২ গোলের লিড নিয়ে বিরতিতে যায় উরুগুয়ে।

দ্বিতীয়ার্ধে তিন গোল করে বড় জয় নিশ্চিত করে উরুগুয়ে। ৭৭ মিনিটে ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউজো তৃতীয় গোলটি করেন। তার চার মিনিট পর রিয়াল মাদ্রিদ তারকা মিডফিল্ডার ফেদেরিকো ভালভার্দে ম্যাচের চতুর্থ গোল করেন। আর ৮৯ মিনিটে রদ্রিগো বেন্টানকুর পঞ্চম গোলটি করেন। শুক্রবার জয়ের পর কোপার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেল উরুগুয়ে। আর এই ম্যাচ হেরে গ্রুপ পর্ব থেকেই বলিভিয়ার বিদায় নেওয়া নিশ্চিত।

দিল্লি বিমানবন্দরে ছাদ ভেঙে বিপত্তি, ভগ্নস্থল পরিদর্শন মন্ত্রী রাম মোহনের, অর্থ সাহায্য ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.): বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত রাজধানী দিল্লিতে শুক্রবার সকালে ঘটে গেল মারাত্মক অঘটন! দিল্লি বিমানবন্দরের টার্মিনাল ১-এ ভেঙে পড়ল ছাদের একাংশ। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের ও আহত হয়েছেন ৫ জন। এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু কিঞ্জরাপু। তিনি ঘন্টাস্থল পরিদর্শন করেন, আহতদের দেখতে হাসপাতালেও যান। মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, মৃত ব্যক্তিকে ২০ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে।

মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু কিঞ্জারাপু বলেছেন, 'বিমানবন্দরের বাইরের ছাউনির একটি অংশ ভারী বৃষ্টির কারণে ধসে পড়েছে। আমরা এই মর্মান্তিক ঘটনায় যে প্রাণ হারিয়েছেন তাঁর প্রতি সমবেদনা জানাই, চারজন আহতও হয়েছেন। তাই আমরা এখনই তাঁদের যত্ন নিচ্ছি, সিআইএসএফ, এনডিআরএফের দলগুলিকে সেখানে পাঠানো হয়েছে এবং তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করেছে, যাতে অন্য কোনও হতাহতের ঘটনা না ঘটে। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং টার্মিনাল ভবনের বাকি অংশগুলো ভালোভাবে পরিদর্শন করা হচ্ছে, যাতে আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে।'

দিল্লি বিমানবন্দরের ছাদ ভাঙার ঘটনা মন্ত্রকের "ব্যর্থতা": সৌগত রায়

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি. স.) : বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত রাজধানী দিল্লিতে ঘটে গেল অঘটন! দিল্লি বিমানবন্দরের টার্মিনাল ১-এ ভেঙে পড়ল ছাদ। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের, এছাড়াও আহত হয়েছেন ৫ জন। দমকল জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ খবর পাওয়া যায়, দিল্লি বিমানবন্দরের টার্মিনাল ১-এ ছাদ ভেঙে পড়েছে। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের ৩টি ইঞ্জিন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আর এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রককে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ সৌগত রায়।

বিমানবন্দরের টার্মিনালের ছাদের একাংশ ভেঙে পড়ার ঘটনাকে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের "ব্যর্থতা" বলেই চিহ্নিত করলেন সাংসদ সৌগত রায়। এদিন লোকসভার অধিবেশন শুরুর আগে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে বলেন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক একটি ঘটনা। এটি অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের ব্যর্থতা। এই ঘটনা নিয়ে অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রীর বিবৃতি জারি করা উচিৎ এবং তিনি কী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছেন বা নিতে চলেছেন তা আমাদের জানা দরকার।

হেমন্ত সোরেন জামিনে মুক্ত, খুশি ব্যক্ত করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা

কলকাতা, ২৮ জুন (হি.স.): জামিনে মুক্তি পাওয়ায় ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে জামিন পেয়েছেন হেমন্ত সোরেন, এরপর সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্ট করে মমতা শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন হেমন্তকে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, 'হেমন্ত সোরেন একজন গুরুত্বপূর্ণ আদিবাসী নেতা, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে তাঁকে একটি মামলার কারণে পদত্যাগ করতে হয়েছিল, কিন্তু এখন তিনি মাননীয় হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন! আমি নিশ্চিত তিনি অবিলম্বে জনসাধারণের জন্য কার্যক্রম শুরু করবেন। হেমন্ত আমাদের মাঝে আবার স্বাগতম!'

পর্তুগালকে হারানোয় ৯০ কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষণা জর্জিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর

জর্জিয়া, ২৮ জুন (হি. স.): ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে এবার প্রথম খেলছে জর্জিয়া। আর প্রথমবারেই তারা চমকে দিল পর্তুগালকে হারিয়ে। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর মতো মহাতারকাকে নিয়ে গড়া দলের বিপক্ষে ২-০ জয়ে জর্জিয়ার মানুষ ভীষণ খুশি। এই জয়ে দেশটির প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও ধনকুবের বিদজিনা ইভানিশভিলি বড় অঙ্কের অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

ইউরোয় পর্তুগালের বিপক্ষে জর্জিয়ার জয়কে 'ঐতিহাসিক' উল্লেখ করে খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফের সদস্যদের জন্য ইভানিশভিলি ৩ কোটি জর্জিয়ান লারি পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, যা ভারতীয় মুদ্রায় ৯০ কোটি টাকার বেশি। জর্জিয়া শেষ ষোলোয় স্পেনকে হারাতে পারলে আরও ১০০ কোটি টাকা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি।

৫ জুলাই থেকে মালদায় আম উৎসব শুরু, চলবে ৭ তারিখ পর্যন্ত

মালদা, ২৮ জুন (হি.স.): জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে মালদায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সৃষ্টিশ্রী আম মেলা। ৫ থেকে ৭ জুলাই এই আম মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হবে মালদা শহরের বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির সংলগ্ন ময়দানে। ইতিমধ্যেই এই আম মেলা ও উৎসব নিয়ে বৈঠক করেছেন জেলাশাসক নীতিন সিঙ্ঘানিয়া। জেলা উদ্যান পালন আধিকারিক সামন্ত লায়েক-সহ সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা ওই বৈঠকে হাজির ছিলেন।

জেলা উদ্যানপালন আধিকারিক বলেন, জনপ্রিয় বিভিন্ন প্রজাতির আম ছাড়াও বিশেষ প্রজাতির আমও মিলবে ওই মেলায়। থাকবে আমজাত বিভিন্ন সামগ্রী ও আম দিয়ে তৈরি মিষ্টিও। ৩০টিরও বেশি স্টল থাকছে এই উৎসবে। এই আম মেলাকে ঘিরে স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে প্রতিবছরই যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়।

অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত, এবার বীরভূমে বুলডোজার চলল স্থায়ী—অস্থায়ী দখলদারিতে

বীরভূম, ২৮ জুন (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত। এবার বীরভূম জেলায় অস্থায়ী ও স্থায়ী দখলদারিতে চলল বুলডোজার, বুলডোজার চালিয়ে সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। প্রথম দফায় রামপুরহাটে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের দুই ধারে থাকা অবৈধ অস্থায়ী ও স্থায়ী দখলদারি উচ্ছেদের কাজ হয়েছে।

শুক্রবার সকাল থেকেই বীরভূমের রামপুরহাটের মুনসুবা মোড় থেকে বুলডোজার দিয়ে দখলমুক্ত করার অভিযান শুরু হয়। জাতীয় সড়কের দু'ধারে ১০০ ফুট চওড়া জায়গা দখলমুক্ত করা হচ্ছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের দাবি, আগেই অবৈধ দখলদারদের নোটিস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা নিজেরা তাঁদের অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে নেননি। তাই শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান। প্রথম দফায় মুনসুবা মোড় থেকে সানঘাটা পর্যন্ত দখলমুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত অভিযান হবে। তৃতীয় দফায় হবে রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড থেকে মেডিক্যাল কলেজ পর্যন্ত।"

স্লোভাকিয়ায় বাসকে ধাক্কা মারল ট্রেন, মৃত্যু ৬ জনের

ব্রাতিস্লাভা, ২৮ জুন (হি.স.) : স্লোভাকিয়ায় প্রাগ থেকে বুদাপেস্টগামী একটি ট্রেন ধাক্কা মারল বাসে। দক্ষিণ স্লোভাকিয়ায় এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। পুলিশ এবং স্লোভাক রেলওয়ে কোম্পানি বলেছেন, স্থানীয় সময় অনুযায়ী, শুক্রবার বিকেল ৫টার কিছু পরে (স্থানীয় সময়) নভে জামকি শহরের কাছে যখন দুর্ঘটনাটি ঘটে তখন ইউরোসিটি ট্রেনটিতে ১০০ জনেরও বেশি যাত্রী ছিলেন।

স্লোভাকিয়ার রেসকিউ সার্ভিস দ্বারা মৃত্যু ও আহতের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। সংঘর্ষের পর ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন লেগে যায়। ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষে বাসটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

যে কোনও বিষয়ে আলোচনার জন্য সরকার সম্পূর্ণ প্রস্তুত : কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.) : যে কোনও বিষয়ে আলোচনার জন্য সরকার সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, কিন্তু সদনের কার্যক্রম স্থগিত করে, কংগ্রেস দলের গৃহীত প্রবণতা - সদনের কাজ করতে না দেওয়া - ঠিক নয়। নিট-ইউজি পরীক্ষায় অনিয়ম ইস্যুতে শুক্রবার উত্তাল হয়েছে সংসদের উভয়কক্ষ। নিট ইস্যুতে এদিন লোকসভায় আলোচনার দাবি জানান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। কিন্তু, স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, আগে রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের ওপর ধন্যবাদজ্ঞাপন নিয়ে আলোচনা হবে।

কিন্তু, বিরোধীরা নিজেদের দাবিতে অনড় থাকেন, তাই লোকসভার অধিবেশন প্রথমে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়। পরে অধিবেশন শুরু হলেও, একই পরিস্থিতি বজায় থাকে। তাই দিনের মতো লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। নিট ইস্যুতে আলোচনার দাবিতে বিরোধীদের হট্টগোলের কারণে লোকসভার অধিবেশন ১ জুলাই পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছে। পরে সংসদের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, 'সরকারের তরফে আমরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি, যে কোনও ইস্যু উত্থাপিত হোক না কেন আমরা বিস্তারিত তথ্য দেব। আমরা সদস্যদের আবারও আশ্বস্ত করছি, সরকার সর্বদা আলোচনার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু, সদনের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটানোর তীব্র নিন্দা জানাই।'

গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার যুবকের দেহ

বারাণসী, ২৮ জুন (হি.স.) : শুক্রবার উত্তর প্রদেশের চৌবেপুর থানার কাইথিতে একটি সেগুন গাছে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। পথচারীদের কাছ থেকে ঘটনার খবর পেয়ে আঞ্চলিক পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যবস্থা নেয়।

তদন্তের পর পুলিশ দেহ গাছ থেকে নামায়। পুলিশ নিহতের পকেট তল্লাশি করলেও তাতে কোনো কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। অনেক চেষ্টার পরও নিহতের পরিচয় না পাওয়ায় পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে

উত্তরপাড়ায় গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে ডুবে মৃত্যু যুবকের

উত্তরপাড়া, ২৮ জুন (হি.স.) : টি২০ বিশ্বকাপের সেমি ফাইনালে ভারতের জয়ের পর গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে গঙ্গায় ডুবে মৃত্যু হল এক যুবকের। শুক্রবার সকালে হুগলির উত্তরপাড়ায় ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সৌরভ চট্টোপাধ্যায়(৪০)। উত্তরপাড়ার আরকে স্ট্রিটের বাসিন্দা। ভারতীয় রেলে কর্মরত ছিলেন তিনি।

পরিবার সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত জেগে ভারত-ইংল্যান্ড টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ম্যাচ দেখেন সৌরভ। এর পর ভোরে এক বন্ধুর সঙ্গে উত্তরপাড়ার রামঘাটে স্নান করতে চলে যান। সেখানেই জোয়ারের জলে তলিয়ে যান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে সৌরভের বন্ধু পুলিশ এবং পরিবারের সদস্যদের খবর দেন।

রাজধানীতে রাতভর বৃষ্টিতে জলমগ্ন মেট্রো চত্বর, ভোগান্তি যাত্রীদের

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি. স.): নাগাড়ে বৃষ্টিতে জলমগ্ন দিল্লির একাধিক এলাকা। ব্যাহত যান চলাচল। এমনকী মেট্রো স্টেশন চত্বরেও জমেছে জল। যার ফলে অসুবিধার সম্মুখীন যাত্রীরা।

সূত্রের খবর, একাধিক মেট্রো স্টেশনের সামনে বৃষ্টির কারণে জল জমেছে। জানা গেছে, শুক্রবার সকালে সাকেত মেট্রো স্টেশনের কাছে এক হাঁটু জল জমে যায়। যার ফলে অসুবিধায় পড়েন বহু যাত্রী। মেট্রোর নিত্যযাত্রীরা বলেন, নিজেদের গন্তব্যে যাওয়ার জন্য মেট্রোয় উঠবো বলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যেতে পারব কিনা বুঝতে পারছি না।

অভিযোগ, রাজধানীতে নিকাশি ব্যবস্থাও অনেক যায়গায় বেহাল। দিল্লির বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, একবার বৃষ্টিতেই যদি এই অবস্থা হয়, এখনও তো অনেকদিন ধরে বৃষ্টি হবে। তখন কী অবস্থা হবে রাজধানীর, দুশ্চিন্তায় দিল্লিবাসীরা।

২৯ জুন শুরু বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা, জম্মু থেকে রওনা পুণ্যার্থীদের প্রথম দল

জম্মু, ২৮ জুন (হি.স.): আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা, ২৯ জুন (শনিবার) থেকে শুরু হচ্ছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। পুলিশ ও প্রশাসনের সমস্ত প্রস্তুতি প্রায় শেষ। পুণ্যার্থীরাও যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে রয়েছেন। শুক্রবার সকালেই জম্মু বেস ক্যাম্প থেকে পহেলগাঁও ও বালতালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে পুণ্যার্থীদের প্রথম দল। জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা পতাকা নেড়ে পুণ্যার্থীদের প্রথম দলকে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা করেন। উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেছেন, 'অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের প্রথম দল জম্মু থেকে রওনা হয়েছে। গত ৩-৪ বছরে অমরনাথ যাত্রার জন্য প্রচুর ব্যবস্থা করা হয়েছে

কলকাতার গল্ফ গ্রিনে ভেঙে পড়ল গাছ, মৃত্যু এক রিক্সা চালকের

কলকাতা, ২৮ জুন (হি.স.): কলকাতার গল্ফ গ্রিনের সেন্ট্রাল পার্কের সামনে ভেঙে পড়ল একটি বড় গাছ। ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। তিনি পেশায় রিক্সা চালক। গোটা গাছটি উপড়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার সময় গাছের মোটা একটি ডাল একজন রিক্সা চালকের মাথায় পড়ে। মাথা ফেটে গিয়ে রক্তপাত শুরু হয়।

তড়িঘড়ি তাঁকে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাম অলোক কয়াল। তিনি রিক্সা স্ট্যান্ডের কাছেই থাকতেন। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে। ওই এলাকায় রিক্সা চালাতেন তিনি।

ভারতীয় টাকা এশিয়ার মধ্যে 'সর্বাধিক অস্থির' অবস্থা থেকে 'সর্বনিম্ন অস্থির' : কিভাবে হলো !

বিশেষ প্রতিবেদক

এক দশক আগে ভারতীয় টাকাকে 'এশিয়ার সর্বাধিক অস্থির মুদ্রা' হিসেবে ভাবা হতউ কিন্তু ঠিক তার পর থেকেই ভারতীয় টাকাকেও 'সর্বাধিক স্থির মুদ্রা' হিসেবে পরিগণিত করা হতে থাকেউ এই রূপান্তরকারী পরিবর্তন সুনিশ্চিত ভাবে ভারতের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শক্তি এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অত্যন্ত কার্যকরী ব্যবস্থাপনার এক সাক্ষ্য বা প্রমাণ, বলছেন বিশেষজ্ঞরাউ

টাকার ঐতিহাসিক অস্থিরতা :ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১০-এর দশকের গোড়ার দিকে ভারতে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল আকাশ ছোঁয়া এবং মুদ্রাস্ফীতির হার প্রায় ১০ শতাংশ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিলউ দুনিয়া ব্যাপী আর্থিক সঙ্কটের পর, গভীরতর অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলায় সরকারের অত্যধিক ব্যয় এই পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলে। এছাড়াও, অপরিশোধিত তেলের দাম দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলারের উপরে উঠেছিল, যা ভারতের অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক চাপ ও প্রভাব সৃষ্টি করেউ কারণ ভারত বিদেশ থেকে তেল আমদানির উপরব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। রাজনৈতিক কেলেঙ্কারি এবং নীতিগত পক্ষাঘাত দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরও বাধা দান করে, যার ফলে, ভারত বিনিয়োগকারীদের কাছে বড় রকমের আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল নাউ শুধু তাই নয়, ২০১৩ সালে ফেডারেল রিজার্ভের বন্ড কেনা হ্রাস করার পরিকল্পনার জন্য বিনিয়োগকারীরা ভারত সহ উদীয়মান বাজার থেকে তাদের অর্থ প্রত্যাহার করতে শুরু করে। ফলস্বরূপ, বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ তীব্রভাবে হ্রাস পায় এবং ভারতীয় টাকা ভয়ানক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে, যা ভারতকে 'ভঙ্গুর পাঁচ' অর্থনীতি দেশের মধ্যে নিয়ে যায়উ টাকাকে স্থিতিশীল করার সহযোগী বিষয়গুলি:

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা: প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে দেশের শাসনভার গ্রহণের পর থেকে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে ভারত অন্যান্য অনেক দেশকে অতিক্রম করতে পেরেছেউ মোদী সরকার যেরকম রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করেছে, তা বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরকে এদেশের দিকে আকৃষ্ট করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্য নির্ধারণ এবং বাজেট ঘাটতি হ্রাস সহ দেশে ক্রমাগত অর্থনৈতিক সংস্কার বাস্তবায়নের দায়িত্ব আরবিআই-কে দেওয়ার ফলে ভারতীয় অর্থনীতি অনেকটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ: বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার রয়েছে ভারতে। আরবিআই একটি কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে যে, যখন টাকা শক্তিশালী হাতে যাচ্ছে, তখন ডলার ক্রয় করা এবং যখন টাকা দুর্বল হয়, তখন তা বিক্রি করে দেওয়া। এই পদক্ষেপ টাকার মূল্যের ব্যাপক ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করেছে এবং এর স্থিতিশীলতায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে।পরিকাঠামোগত সংস্কার ও বৈশ্বিক সামর্থ্য কেন্দ্র: বিশ্বের সমর্থ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ভারত সফওয়্যার এবং অ্যাকাউন্টিংয়ের মতো পরিষেবাগুলির ক্ষেত্রে রফতানির কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে। এই কেন্দ্রগুলি বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে আসে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, যা দেশের অর্থনীতিতে আরও স্থিতিশীলতা নিয়ে আসে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে দেশের ব্যবসায়িক পরিমন্ডলের উন্নতি ঘটেছে, যা ভারতকে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য আরও আকর্ষণীয় গন্তব্য স্থল হিসেবে পরিনত করেছে।

টাকার মূল্যে স্থিতিশীলতার উপকারিতা:

বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন: ভারতীয় টাকা তুলনামূলকভাবে কম অস্থিতিশীল হয়ে উঠায় তা ভারতীয় সম্পদকে বিনিয়োগকারীদের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলেউ কারণ তারা আরও বেশি পূর্বাভাসের সঙ্গে আরও উত্তম উতর্ষ আশা করতে পারে। কিছু লাতিন আমেরিকান বা আফ্রিকার দেশগুলোর মুদ্রার বিপরীতে, তুলনামূলকভাবে ভারতীয় টাকা স্থিতিশীল রিটার্ন প্রদান করে, যার ফলে বিনিয়োগকারীদের জন্য ঝুঁকি হ্রাস পায়।

** ব্যবসার উপর প্রভাব: টাকার মূল্যের স্থিতিশীলতা ব্যবসায়িক জগতকে আরও কার্যকরভাবে খরচের পরিকল্পনা ও পরিচালনা করতে সহায়তা করে। এটি মুদ্রার ওঠানামার সঙ্গে সম্পর্কিত ঝুঁকি হ্রাস করে, যা কোম্পানিগুলির জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের ক্রিয়াকলাপে জড়িত হওয়া সহজ করে তোলে।

প্রতিকূলতা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

'হট মানি'র প্রবাহের ব্যবস্থাপনা: 'জেপি মরগান চেজ অ্যান্ড কোম্পানি'র দিকনির্দেশকারী উদীয়মান বাজার সূচকে ভারতীয় বন্ডের অন্তর্ভুক্তির ফলে ভারত অধিকতর বিদেশী বিনিয়োগ টেনে আনবে বলে আশা করা হচ্ছে। যাইহোক, এই 'হট মানি' বাজার ব্যবস্থায় দ্রুত প্রবেশ এবং প্রস্থান করতে পারে, যা অস্থিরতা তৈরি করে। তাই স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে (আরবিআই) এই প্রবাহগুলি সাবধানে পরিচালনা করতে হবে।

টাকার আন্তর্জাতিক ব্যবহার প্রচার করা: টাকার আন্তর্জাতিক ব্যবহার, বিশেষ করে বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার বৃদ্ধির দিকে কাজ করছে ভারতউ বিশ্বব্যাপী টাকার উপস্থিতি বৃদ্ধি হওয়ায় এর মূল্যের নিরিখে আরও স্থিতিশীলতা আনতে পারে বলে সম্ভাবন দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) ভবিষ্যতের প্রবাহকে আরও ভালভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে হস্তক্ষেপের জন্য তার সমস্ত সরঞ্জামগুলিকে উন্নত করছে।

এশিয়ার অন্যতম অস্থির মুদ্রার অবস্থান থেকে পরিবর্তিত হয়ে ভারতীয় টাকার এখন সবচেয়ে স্থিতিশীল মুদ্রায় রূপান্তরিত হওয়া একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মজবুত অবস্থা নিয়ে চলেছে, আর্থিক ক্ষেত্রে নীতিগত সংস্কার হয়ে চলেছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের ব্যাপারে কুশলী ব্যবস্থাপনা গৃহীত হচ্ছে। যদিও চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতা এখনও রয়ে গেছে, কিন্তু মুদ্রা ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করে রাখা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে ধারণা করা যায় যে, ভবিষ্যতেও টাকার মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় থাকার সম্ভাবনা বহাল থাকবে। বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা, ব্যবসা-বানিজ্যের পরিমণ্ডলকে মদত দেওয়া এবং একটি শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে টাকার মূল্যের এরকম স্থিতিশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আহত কমপক্ষে ৫

● প্রথম পাতার পর

ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে।

মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু কিঞ্জারাপু বলেছেন, 'বিমানবন্দরের বাইরের ছাউনির একটি অংশ ভারী বৃষ্টির কারণে ধসে পড়েছে। আমরা এই মর্মান্তিক ঘটনায় যে প্রাণ হারিয়েছেন তাঁর প্রতি সমবেদনা জানাই, চারজন আহতও হয়েছেন। তাই আমরা এখনই তাঁদের যত্ন নিচ্ছি, সিআইএসএফ, এনডিআরএফের দলগুলিকে সেখানে পাঠানো হয়েছে এবং তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করেছে, যাতে অন্য কোনও হতাহতের ঘটনা না ঘটে। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং টার্মিনাল ভবনের বাকি অংশগুলো ভালোভাবে পরিদর্শন করা হচ্ছে, যাতে আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে।'

বেসামরিক বিমান মন্ত্রী রামমোহন নাইডু ইতিমধ্যে দিল্লি এয়ারপোর্টে ঘটে যাওয়া ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক সংঘটিত করেছেন। এই বৈঠকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন মহাপরিচালক, ভারতের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, মহাপরিচালক সহ প্রধান আধিকারিকগণ।

এই সভায় চলমান পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের নিবিড় পর্যবেক্ষণে ২৪/৭ ওয়ার রুম গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাতিল ফ্লাইটের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত বা বিকল্প ভ্রমণ রুটের টিকিট প্রদানের জন্য একটি ২৪/৭ ওয়াররুম স্থাপন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের অসুবিধা এড়াতে ভাড়ার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সমস্ত বিমান কোম্পানিকে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী। সাত দিনের মধ্যেই সমস্ত অর্থ ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যাত্রী সুবিধার কথা বিবেচনা করে সমস্ত ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়াকে সমস্ত ছোট এবং বড় বিমানবন্দরগুলিতে কাঠামোগত শক্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করার জন্য একটি সার্কুলার জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পরিদর্শনগুলি অবশ্যই আগামী দুই থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং রিপোর্ট বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের কাছে জমা দিতে হবে। এছাড়াও যাত্রী সুবিধার্থেহেল্পলাইন নম্বর জারি করা হয়েছে ইতিমধ্যে। ওয়ার রুম হেল্পলাইন নম্বর: ইন্ডিগো এয়ারলাইন, টি২ টার্মিনাল:৭৪২৮৭৪৮৩০৮, টি৩ টার্মিনাল: ৭৪২৮৭৪৮৩১০। স্পাইসজেট টি৩ টার্মিনাল: ০১২৪-৪৯৮৩৪১০/ ০১২৪-৭১০১৬০০।

ফোরামের সভাপতি

● প্রথম পাতার পর

এই ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে আসামি কর্ণজিত সিনহা, এমনি অভিযোগ করেন তিনি। রঞ্জন বাবু বলেন, এই কান্ড দেখার পর লজ্জা হয় বলতে যে, আমরা বিজেপি সরকারের সাথে যৌথভাবে সরকার চালাচ্ছি। এই ঘটনা সংগঠিত হওয়ার সময় রঞ্জন সিনহা কৈলাসহর থানার ওসিকে তিনবার ফোন করে সতর্ক করেন যে, এলাকায় বহিরাগত যুবকদের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। তিনবার ফোন করার পরও কৈলাসহর থানার ওসি সতর্ক হননি। তিনি পুলিশ পাঠাননি বলে অভিযোগ করেন।

রঞ্জন সিনহা জানান, তার গাড়ি ভাঙচুর করার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। অথচ এই গাড়ি ভাঙচুর ও সন্তোষ সিনহাকে যে মারধোর করেছে সেই কর্ণজিত সিনহাকে পুলিশ গ্রেপ্তার না করে তার বাড়ি সি.আর.পি.এফ দিয়ে পাহারা দিয়ে রেখেছে। এভাবে একজন অপরাধীর বাড়ি পাহারা দিয়ে রাখার ঘটনা রাজ্যে বিরল। এই ধরনের ঘটনার তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, আগামী দিনে এই ধরনের ঘটনা সংগঠিত হলে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

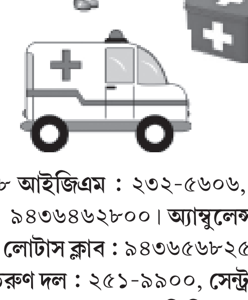

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কলকাতাগামী জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসে বোমাতঙ্ক

কলকাতা ও দক্ষিণেশ্বর, ২৮ জুন (হি. স.) : কলকাতাগামী জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসে বোমাতঙ্ক। দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ ধরে থমকে ডাউন জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, একটি পরিত্যক্ত ব্যাগকে কেন্দ্র করে বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছে ট্রেনে। তদার জেরে প্রায় আধ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রেনটি। জানা যাচ্ছে, পরিত্যক্ত ওই ব্যাগটি ট্রেনের যাত্রীদের নজরেই প্রথমে আসে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন কর্তব্যরত আরপিএফ কর্মীরা। নিয়ে আসা হয়েছে স্নিফার ডগ। শেষ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ট্রেন থেকে সব যাত্রীদের নামিয়ে স্নিফার ডগ দিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে ব্যাগটিতে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে যাত্রীদের মনে। ভয়ে ট্রেন থেকে প্লাটফর্মে নেমে আসেন যাত্রীরা। পাপাই দেবনাথ নামে এক আতঙ্কিত যাত্রী জানালেন, 'ব্যাগটার মধ্যে থেকে টিক টিক করে শব্দ হচ্ছিল। এস-৮ কামরা ছিলাম আমি। সেই সময়েই স্কুল ব্যাগের মতো দেখতে কালো রঙের একটা ব্যাগ নজরে আসে। দক্ষিণেশ্বর ঢোকার আগেই নজরে এসেছিল ব্যাগটি। সঙ্গে সঙ্গে ১৩৯-এ ফোন করে বিষয়টি জানাই। তারপর পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে।'

যুবকের

● প্রথম পাতার পর

যুবক বৃহস্পতিবার রাত্রিবেলা তার পিতার সাথে কোন এক বিষয় নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। পরবর্তী সময় রাগান্বিত হয়ে নীলকুমার রুদ্রপাল তার নিজ ঘরে চলে যায়। সেখানে বিষপান করে আত্মহত্যা করে সে, এমনই দাবি তার পরিবারের সদস্যদের।

এরপর তার পরিবারের লোকেরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে নীলকুমার রুদ্রপালকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কাঞ্চন বাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর অবস্থা বেগতিক দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে রেফার করে দেন বৃহস্পতিবার রাত্রিবেলা। শুক্রবার সকালবেলা কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নীলকুমার রুদ্রপাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। জানা যায়, মৃত নীলকুমার রুদ্রপালের দুই সন্তান রয়েছে।

বামেদের

● প্রথম পাতার পর

কৃষকদের বিভিন্ন দাবি দাবা নিয়ে বারবার আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করা হলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি। পবিত্র কর বলেন, বিভিন্ন এলাকায় জল সেচের অভাব রয়েছে। যার ফলে কৃষকেরা ধান চাষ করতে পারছেন না। ধান চাষের সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। পাশাপাশি সরকার সহায়ক মূল্যে যে ধান কিনছে সেখানে ও কৃষকদেরকে ঠকানো হচ্ছে। এ ধরনের বিভিন্ন দাবি নিয়েই এদিন এ বিক্ষোভ মিছিলটি সংঘটিত করা হয়েছে। আগামী ৫ জুলাই থেকে ৭ জুলাই এরই প্রতিবাদে গোটা রাজ্যব্যাপী জেলা ও মহকুমা স্তরে প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত হবে বলে জানিয়েছেন পবিত্র কর।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

১২ বছরের নাবালিকা বিউটি বেগম শুক্রবার সকাল বেলা তার নিজ ঘর থেকে বের হয়ে চলে যায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিউটি বেগম আর বাড়িতে ফিরে আসেনি।

অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর তার পরিবারের লোকেরা বিউটি বেগমের কোন হদিস না পেয়ে কৈলাসহর মহিলা থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করে। তবে কি কারনে বিউটি বেগম হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে গেল সেই বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। পাশাপাশি বিউটি বেগমের পিতা আত্তর আলী সংবাদমাধ্যমকে জানায় উনার নাবালিকা মেয়ে ভালো করে কথা বলতে পারেনা। শারীরিক প্রতিবন্ধী। তাই প্রশাসন যাতে উনার নাবালিকা মেয়েকে খুঁজে বের করে দেয় এটাই তিনি দাবি করেন।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবনী সম্পর্কে আলোচনা বৈঠক প্রদেশ কার্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রয়াণ দিবস এবং জন্ম দিবসে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বিজেপি দল। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার সদর শহর জেলা কমিটির উদ্যোগে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির উপর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য, সদর শহর জেলা সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন নেতৃত্বরা।এদিনের এই কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে গিয়ে অসীম ভট্টাচার্য বলেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং উনার জীবন, কর্মজীবন সহ উনার দিকনির্দেশনা নিয়ে এদিনের সভায় আলোচনা করা হয়েছে। মূলত বিজেপি দলের কার্যকর্তারা প্রত্যেকে যেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবন সম্পর্কে সবকিছু জানতে পারেন সে কারণেই এদিনের এই সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই দিনের সভায় সমস্ত মন্ডল সভাপতি থেকে শুরু করে কর্পোরেটর এবং অফিস বিয়ারাররা উপস্থিত ছিলেন।

৫ দফা দাবিতে শিক্ষা ভবনে দৃষ্টিহীনদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন: দৃষ্টিহীন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট পাঁচ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা স্মৃতি মলের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে।এদিন এসোসিয়েশনের জনৈক কর্মী জানিয়েছেন, এই সমিতি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বার্থে ১৯৮৪ সাল থেকে কাজ করে আসছে। দৃষ্টিহীনদের সমাজের মূল ধারায় নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন কর্মকান্ডে করে থাকেন। তাই সংগঠনের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের প্রতিবন্ধী কর্মচারীদের সমস্ত অভিযোগ শোনার এবং সমাধান করার জন্য একজন অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (ওট্রঞ্জ) নিয়োগ করা হোক, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষকদের শিক্ষা প্রদানের জন্য ব্রেইল বই এবং সেইসাথে প্রশ্নপত্রের ব্যবস্থা করা হোক। তাছাড়া, শিক্ষার আধুনিক কৌশল সম্পর্কে প্রতিবন্ধী শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা সহ পাঁচ দফা দাবি জানানো হয়েছে।

মিড ডে মিলে কাঁকড়া বিছে স্কুলে অভিভাবকদের বিক্ষোভ

বাঁকুড়া, ২৮ জুন (হি. স.) : স্কুলের মিড ডে মিলের রান্নায় কাঁকড়া বিছে পরিবেশিত হওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় গঙ্গাজলঘাঁটির লছমনপুরে।রান্নায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবক ও স্থানীয় মানুষজন। শুক্রবার দুপুরে গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের লছমনপুর পরমহংস যোগানন্দ বিদ্যাপীঠে এই ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ।অভিযোগ মিড ডে মিলের ডালে একটি ৫ ইঞ্চি সাইজের লম্বা কাঁকড়া বিছে রান্না করা হয়েছিল এবং তা পড়ুয়াদের পাতে পড়ে। পড়ুয়ারা বিছা সহ ভাতের থালা প্রধান শিক্ষককে দেখালে তিনি ওই ছাত্রীটিকে ঘটনা চেপে যেতে বলেন।ততক্ষণে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়াদের খাওয়া হয়ে গেছে। সপ্তম অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের খাওয়ার সময় ঘটে এই অঘটন। স্কুল থেকে খবর পৌঁছে যায় অভিভাবকদের কাছে। এরপরই স্কুলে এসে বিক্ষোভ দেখান তারা। পরে পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে প্রধান শিক্ষক সহ মিড ডে মিল রান্নার সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এক ছাত্রী বলেন, ভাত নেওয়ার পর ডালের সঙ্গে একটি বড় কাঁকড়া বিছা দেখে হেড স্যারের কাছে গিয়ে জানাই। তিনি আমাকে বলেন, কাউকে বলিস না। তোর ভাত ফেলে দে। এই কথা জানার পর অভিভাবকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তারা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এক অভিভাবক উত্তম মাজি বলেন, আমরা শিক্ষক মশাইদের উপর ভরসা করে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাই। কিন্তু এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আমরা কোন ভরসায় ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবো।খাবারে কখনো টিকটিকি পড়ছে তো কখনো আস্ত কাঁকড়া বিছে। কাঁকড়া বিছে সহ মিড ডে মিলের খাবার পড়ুয়াদের পরিবেশনও করা হয়। মালদার চাঁচল-২ নম্বর ব্লকের ভাকরি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলে নিম্নমানের খাবার পরিবেশনের অভিযোগে উঠল। এই অভিযোগে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনায় এদিন ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় ওই বিদ্যালয় চত্বরে।এক গ্রামবাসী মনজুর আলম ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'বাচ্চাদের যে খাওয়ার দেওয়া হচ্ছে।

দুর্গা পুজোর প্রস্তুতি শুরু আলিপুরদুয়ারে

আলিপুরদুয়ার, ২৮ জুন (হি. স.) : খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে দুর্গা পুজোর প্রস্তুতি শুরু করলো আলিপুরদুয়ারের যুব সংঘ কালীবাড়ি।এবারে ৭৬ তম বর্ষে পদার্পণ করছে তাদের পুজো।এবছর তাদের থিম বৃন্দাবনের প্রেম মন্দির।বৃন্দাবনের প্রেম মন্দিরের আদলেই তৈরি হবে পুজো মণ্ডপ।যারা বৃন্দাবনে গিয়ে প্রেম মন্দির চাক্ষুষ করতে পারেননি তারা এবারে আলিপুরদুয়ারেই প্রেম মন্দির দর্শন করার সুযোগ পাবেন।এমনটাই ভাবনা নিয়ে এবছরের দুর্গা পুজোর প্রস্তুতি শুরু করলেন যুব সংঘ কালীবাড়ির আয়োজকেরা।এদিন খুঁটি পুজো উপলক্ষে ক্লাবের সদস্যদের পাশাপাশি এলাকার বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

আটক দুই

● প্রথম পাতার পর

গ্রেফতার করে ধর্মনগর থানার হেফাজতে রাখা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা নেওয়া হয়েছে।আগামীকাল কোর্টে তুলে সঠিক আইনুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন।

ডিসিএম

● প্রথম পাতার পর

মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানির বিরুদ্ধে।এই মাইক্রো ফাইনান্স কোম্পানির নাম বেদিকা ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেড। বিলোনিয়া সাতমুড়া এলাকাতে এর শাখা অফিস রয়েছে। এই ঘটনা মহাকুমা প্রশাসনের নজরে আসতেই শাখা অফিস পরিদর্শন করেন মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে।শুক্রবার সকাল সাড়েএগারোটা নাগাদ ডিসিএম সঞ্জয় শীল সহ অন্যান্য অফিসাররা বেদিকা ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেড বিলোনিয়া শাখা অফিসে গিয়ে শাখা সঞ্চালকের সাথে দেখা করে এই কোম্পানির কাগজপত্র খতিয়ে দেখেন। এরমধ্যে ডিসিএম শাখা সঞ্চালককে আরবিআই প্রেসক্রাইব রেট অনুসারে কত টাকা পর্যন্ত ঋণ শোধ নেওয়া যায়। মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি চালাতে গেলে সরকারের কি কি শর্ত মানতে হবে এবং তাদের আইডেন্টি প্রুভ আছে কিনা ডিসিএম সঞ্জয় শীল জানতে চাইলেন। কিন্তু কোন সদুত্তর দিতে পারেননি শাখা সঞ্চালক সহ কোম্পানির ঋন আদায়কারী দুই কর্মী। পাশাপাশি ট্রেড লাইসেন্স দেখাতে পারেননি শাখা সঞ্চালক।

সাথে সাথে বেদিকা ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেড বিলোনিয়া শাখা অফিসে দরজায় তালা ঝুলিয়ে সিল করে দিল বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসন। ঋন গ্রহিতার বাড়িতে দরজায় তালা ঝুলানোর বিষয় নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া সহ শোকজ নোটিশ পাঠাবেন বলে জানান ডিসিএম সঞ্জয় শীল।

কোথাও কোনও হকার উচ্ছেদই হয়নি ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.) : কোথাও কোনও হকার উচ্ছেদই হয়নি। শুক্রবার হকার ইস্যুতে হাই কমিটির বৈঠক শেষে এমনটাই জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পাশাপাশি তিনি বলেন, জোর কদমে গড়িয়াহাট, নিউ মার্কেট, হাতিবাগানে কাজ চলছে। এক মাস পর সার্ভে রিপোর্ট জমা করবেন তাঁরা। একই সঙ্গে কলকাতার মেয়র জানান, শহরে তৈরি হচ্ছে হকিং জোন, নো হকিং জোন ও আংশিক হকিং জোন। নতুন অ্যাপ তৈরি করা হবে হকারদের পরিচয়ের জন্য। যার লিঙ্ক থাকবে আধার কার্ডের সঙ্গে।

এদিন ফিরহাদ হাকিম বলেন, "আমি একটা জিনিস বলব আমরা কোথাও হকার উচ্ছেদ করিনি। পুলিশও কোথাও হকার উচ্ছেদ করেনি। আমরা হকারকে রেগুলারাইজ করেছি। একজন হকার ২০ ফুট জায়গা নিয়ে বসে আছেন। সেটা কমিয়ে নিয়ম মেনে ৫ ফুট বা ৬ ফুটে নিয়ে এসেছি। গ্র্যান্ডের সামনে সমস্ত হকার আছেন। অথচ দেখুন রাস্তাটা কত পরিষ্কার হয়ে আছে। এই যে আমাদের নিউ মার্কেটের সামনে হকার। সকলেই আছেন। রাস্তাটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। আমি যত ইচ্ছে জায়গা নিয়ে হকারি করব সেটা হয় না। যেটা ভাঙা হয়েছে সেটা হকার নয়, সেটা বেআইনি স্ট্রাকচার। যা সরকারি জায়গায় করা হয়েছে।"

ফিরহাদের ব্যাখ্যা, "হকার মানে দোকান দেবেন, রাতে জিনিসপত্র নির্দিষ্ট জায়গায় প্যাকিং করে নিয়ে চলে যাবেন। অথচ ফুটপাতে শাটার লাগিয়ে দেওয়া হবে? ইট, বালি, সিমেন্ট দিয়ে দোকান করে ফেলা হবে? ফুটপাত আমার অধিকার নয়। ফুটপাত সরকারি জায়গা। সেটা আমার সম্পত্তি নয় যে আমি সেটা নিজের ছেলেকে দিয়ে যাব। এটাকে ভাড়া দেওয়াও আমার অধিকার নয়। চারটে ডালা, পাঁচটা ডালা লাগিয়ে রেখেছি।"

একইসঙ্গে তিনি বলেন, "আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী বৈঠক করেছি। বৈঠকে সবাই ছিলেন। পুরদফতরের সচিবও ছিলেন। আমরা সার্ভে শুরু করে দিয়েছি গড়িয়াহাট থেকে। হাতিবাগান, নিউ মার্কেট-সহ বিভিন্ন জয়গায় সার্ভে হবে। খুঁটিয়ে দেখা হবে হকাররা আছেন কি না। একটা অ্যাপ তৈরি হচ্ছে।"

মেয়র জানান, গড়িয়াহাট ও বেহালায় হকারদের মাল রাখার জায়গার খোঁজ করা হচ্ছে। হাতিবাগানে তেমন জায়গা এখনও পাওয়া যায়নি বলে জানান তিনি।

১২ হাজার পরীক্ষার্থীর নম্বর বাড়ল স্ক্রুটিনিতে

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.): মাধ্যমিকের খাতায় ১২ হাজার ভুল। ১২ হাজার ৪৬৮ টি উত্তরপত্রে স্রেফ নম্বর যোগে গন্ডগোল দেখা গিয়েছে এবার। স্ক্রুটিনিতে ২২ নম্বর পর্যন্তও বেড়েছে পরীক্ষার্থীর। ফলে মেধা তালিকাতেও এসেছে বদল। মেধা তালিকায় স্থান বদলেছে চারজন পরীক্ষার্থীর। অন্যদিকে প্রথম দশের মেধা তালিকায় ঢুকে পড়েছে আরও সাতজন। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে এই ফলাফল জানান মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়।

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল শিক্ষামহলে। প্রশ্ন উঠেছে, শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়েও। যদিও পর্ষদের সাফাই, এত খাতার মধ্যে মাত্র ১২ হাজার খাতায় ভুল। যদিও এটাও কাম্য নয় বলেই মানছে তারা।

মাদক পাচার সম্পর্কিত আর্থিক তছরুপ মামলায় গ্রেফতার জাফর সাদিক

তিহার, ২৮ জুন (হি. স.) : মাদক পাচার মামলায় গ্রেফতার এক। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটরের কবলে তামিলনাড়ুর প্রাক্তন ডিএমকে নেতা জাফর সাদিক। মাদক পাচার সম্পর্কিত আর্থিক তছরুপ মামলায় গ্রেফতার করা হয় সাদিককে।

এনডিপিএস মামলায় তিহার জেলে থাকাকালীন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটরের পক্ষ থেকে জাফর সাদিককে মাদক পাচার সম্পর্কে বেশ কিছুবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর অসঙ্গতি লক্ষ্য করলে ২৬ জুন তাকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। মাদক পাচার সম্পর্কিত আর্থিক তছরুপ মামলায় অভিযুক্ত এই ব্যক্তিকে দ্রুত আদালতে পেশ করবেন ইডি আধিকারিকরা।

কমলপুর কলেজ আয়োজিত শারীর শিক্ষা ও ক্রীড়াবিজ্ঞান নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কমলপুর সরকারি মহাবিদ্যালয় এর তিন দিনব্যাপী শারীর শিক্ষা ও ক্রীড়াবিজ্ঞানকে নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে বৃহস্পতিবার, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিবি অডিটোরিয়ামে একটি সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গঙ্গা প্রসাদ প্রসেইন। সত্যিকার অর্থেই এটি আন্তর্জাতিক মানের সম্মেলন হয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এছাড়াও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালয়েশিয়ার মারাসা আলম বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগের প্রথিতযশা অধ্যাপক ডক্টর ওলেক্সান্দর ক্রশীলসিকভ। উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্সের সম্পাদক অধ্যাপিকা মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্মেলনের চেয়ারপার্সন তথা কমলপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড় অভিজিৎ সরকার, সম্মেলনের সাংগঠনিক সম্পাদক তথা ওই মহাবিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড় সুবল চন্দ্র দাস, সম্মেলনের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক তথা ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক প্রশান্ত দাস প্রমুখ। উল্লেখ্য, গত ২৫ জুন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিবি অডিটোরিয়ামে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন উদ্বোধন হয়েছিল রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী টিংকু রায়ের হাত ধরে। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা নৃপেন্দ্র চন্দ্র শর্মা এবং ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দীপক শর্মা প্রমূখ।

বক্তারা প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি কলেজ কমলপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের এই উদ্যোগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কমলপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড় অভিজিৎ সরকার। এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে থাইল্যান্ড, জাপান, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, নেপাল, শ্রীলংকা থেকে আগত মোট ২২ জন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মোট ১৮১ জন সম্মেলনে তাদের গবেষণা পত্র পেশ করেছেন। প্রতিনিধি ছিলেন প্রায় ২৫০ জন। মহাবিদ্যালয় স্তরে এতো বড় মাপের আন্তর্জাতিক সম্মেলন ত্রিপুরাতে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রায় সবাই এই সম্মেলন আয়োজনে উদ্যোক্তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

তিন দিনব্যাপী সম্মেলন সাফল্যমন্ডিত হওয়ায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

দীর্ঘ ৬ বছর পর রাজ্য খো-খো চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সুদীর্ঘ ৬ বছর পর। অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাজ্য সাব জুনিয়র এবং সিনিয়র খো খো প্রতিযোগিতা। গেলো বছর রাজ্য সংস্থার সম্পাদিকা নির্বাচিত হওয়ার পর মিনতি পাল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আর বঞ্চিত করা হবে না রাজ্যের খো খো খেলোয়ারদের। প্রতিভাবান খেলোয়ারদের বের করার লক্ষ্য নিয়ে করা হবে রাজ্য আসর। সম্পাদিকার সেই সিদ্ধান্ত পূর্ণ হতে চলেছে। দুদিন ব্যাপী ৩৪ তম রাজ্য সিনিয়র এবং ২৯ তম রাজ্য সাব জুনিয়র খো খো প্রতিযোগিতার উদ্বোধন শনিবার। উদীয়মান সংঘের উদ্যোগে এবং রাজ্য খো খো সংস্থার সহযোগিতায় রামঠাকুর স্কুল মাঠে হবে আসর। শনিবার বিকেল তিনটায় আসরের উদ্বোধন করবেন ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায়। উপস্থিত থাকবেন ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশের সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, রাজ্য খো খো সংস্থার সভাপতি বিদ্যুৎ দেববর্মা, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারপার্সন রতন সাহা, ৩১ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর অঞ্জনা দাস এবং নয় বনমালীপুর মন্ডল এর সভাপতি চন্দ্রশেখর দেব। উদ্বোধনের পরেই শুরু হবে রাজ্য আসর। দিবারাত্রি এবারের আসরে সাবজুনিয়র বিভাগে ১৬ টি এবং সিনিয়র বিভাগের কুড়িটি দল অংশ নিয়েছে।

শুক্রবার উদীয়মান সংঘে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান ক্লাব সভাপতি সমর সাহা। আসরকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওয়ার্ল মার্ক ফাউন্ডেশন। প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা বাজেটে হচ্ছে এবারের আসর। আসর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে উদ্যোক্তারা আপ্রাণ চেষ্টা করলেও খেলোয়াড়দের কপালে ভাঁজ। অনবরত বৃষ্টি নিয়েই দুশ্চিন্তায় খেলোয়াড়রা। বৃষ্টির ফলে মাঠ অনেকটাই পিচ্ছিল থাকবে। এতে চোট আঘাতের সম্ভাবনা থেকেই থাকবে। রাজ্য খো খো সংস্থার সম্পাদিকা মিনতি পাল বলেন, দীর্ঘ বছর ধরেই রাজ্যের খেলোয়াড়রা বঞ্চিত হয়ে আসছে।

এর পেছনে রয়েছে অনেক কারণ। সম্পাদিকার দায়িত্ব নেওয়ার পরই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম খেলোয়ারদের স্বার্থে রাজ্য আসর করবই। ক্রীড়া পর্ষদের পাশাপাশি উদীয়মান সংঘের সহযোগিতায় হচ্ছে এবারের আসর। চেষ্টা করা হবে আসরকে স্মরণীয় করে রাখতে। সাংবাদিক সম্মেলনে এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংস্থার কোষাধ্যক্ষ সুব্রত পাল এবং উদীয়মান সংঘের সচিব রজত পাল প্রমুখ। স্পনসরার ওয়ার্ড মার্ক ফাইন্ডেশেনের পক্ষ থেকে এদিন জার্সি প্রদান করা হয়।

মহিলা লীগ ফুটবলেও গোলের বন্যা আনন্দনগরকে হারালো ফুলো ঝানু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মহিলা ফুটবলেও গোলের বন্যা। পরপর দুই ম্যাচে হেরে যে দল লীগে অনেকটা পিছিয়ে যাচ্ছিল, সেই ফুলো ঝানু আজ, শুক্রবার ১৫ গোলের বিশাল ব্যবধানে আনন্দ নগর প্লে সেন্টারকে পর্যুদস্ত করে ছেড়েছে। ফুটবলারদের গোল করার কম্বিনেশনটাও চমৎকার। একজন পাঁচটা, তো আরেকজন চারটা। আরেকজন তিনটা, তো অপরজন দুইটা। এমনি করে একটি গোলদাতাও রয়েছে আজকের খেলায়। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল আট গোলে এগিয়ে ছিল। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে টিএফএ আয়োজিত মহিলা লীগ ফুটবলের ম্যাচটি আজ অনেকটাই একতরফা ঠেকেছে। বিজিত আনন্দ নগর প্লে সেন্টারের মেয়েরা যেন কোনও রকম প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। অন্ততপক্ষে একটি গোল শোধ করে ব্যবধান কমানোর কোনও সুযোগ বের করতে পারেনি। ফুলো ঝানুর গোলের যাত্রা শুরু ১৩ মিনিটের মাথায়। মৌসুমী ওড়াং-এর পা থেকে। এই মৌসুমী খেলার ২০, ২৪, ৩০ ও ৩৬ মিনিটের মাথায় আরও চারটি গোল করে। মৌসুমী একাই পাঁচটি গোল করে ম্যান অব দ্যা ম্যাচের প্রাইজমানিও পেয়েছে। এছাড়া, কুন্তী ওড়াং করেছে চারটি গোল। সবকটাই দ্বিতীয়ার্ধে খেলার ৫৩, ৫৮, ৬০ ও ৮০ মিনিটের মাথায়। তিনটি গোল করে হ্যাটট্রিক পেয়েছে কিফিতী জমাতিয়া, খেলার ২৯, ৩২ ও ৪৬ মিনিটের মাথায়। এছাড়া, খেলার দুই অর্ধে অর্থাৎ ১৯ ও ৬৫ মিনিটের মাথায় দুটো গোল করে দিপালী হালাম। একেবারে শেষ পর্যায়ে সুস্মিতা গোয়ালার একমাত্র গোল দলকে ১৫-০তে জয় চূড়ান্ত করে। প্রথম দুটি ম্যাচে ফুলো ঝানু যথাক্রমে বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টারের কাছে ০-৫ গোলে এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের কাছে তিন-চার গোলে পরাজিত হয়েছিল। আজ ফুলো ঝানু প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি সুকান্ত দত্ত, শিবজ্যোতি চক্রবর্তী, লিটন সাহা ও ইন্দ্রানী দে। দিনের খেলা: সকাল আটটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল বনাম বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টার।

তৃতীয় ডিভিশন লীগ ফুটবলে জয়ে ফিরল ঐকতান যুব সংস্থা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরেছে ঐকতান যুব সংস্থা। হারিয়েছে পান্তৌয় স্পোর্টিং সোসাইটি কে। প্রথম ম্যাচে কেশব সংঘ কে ৩-০ গোলে হারিয়ে ঐকতান জয় যাত্রা শুরু করলেও দ্বিতীয় ম্যাচে সিমনা তামাকারী ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে এক-এক গোলে ড্র করতে হয়েছিল। আজ শুক্রবার তৃতীয় ম্যাচে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ২-১ গোলে পান্তৌয় স্পোর্টিং সোসাইটি কে হারিয়ে। প্রথমার্ধেই দুই দলের তিনটি গোল হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় পরস্পর বিরোধী আক্রমণ প্রতি আক্রমণ চেঁখে পড়লেও তিন কাঠির ভেতরে জালে বল জড়াতে কেউ সক্ষম হয়নি। প্রথমার্ধের ২২ মিনিটের মাথায় ঐকতানের ড্যানিয়েল জমাতিয়া একটি গোল করে দলকে এক-শূন্যতে এগিয়ে দিলে তিন মিনিট বাদেই পান্তৌয়-এর গৌতম দেববর্মা গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। পরক্ষণে গোলের লক্ষ্যে দু-দলের ফুটবলাররা লড়াকু মেজাজে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ রচনা করলেও প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে ৪৩ মিনিটের মাথায় লাঞ্চি কাইপেং এর গোলে ঐকতান যুব সংস্থা ফের এগিয়ে যায় ২-১ গোলের ব্যবধানে।

দ্বিতীয়ার্ধে কোনও দলের কেউ গোল করতে সক্ষম হয়নি। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে জয় ছিনিয়ে ঐকতান যুব সংস্থা ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নেয়। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ দাস, তপন কুমার নাথ ও লিটন সাহা। দিনের খেলা: আনন্দ ভবন বনাম ইউনাইটেড বিএসটি, বেলা তিনটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

মাসুম আহমেদের হ্যাটট্রিক, জয়ে ফিরেছে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক মাসুম আহমেদের। সতীর্থ চারজনের আরও চারটি গোল। সব মিলে সাত গোলের ব্যবধানে দুরন্ত জয় পেয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব। এক কথায় জয়ে ফিরেছে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব, উমাকান্ত কোচিং সেন্টার কে হারিয়ে। প্রথম ম্যাচে আমরা ক-জনাকে ছয় গোলে হারিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব দারুন সূচনা করলেও দ্বিতীয় ম্যাচে বিবেকোনন্দ ক্লাবের বিরুদ্ধে ০-৫ গোলে হেরে কিছুটা পয়েন্ট খোয়াতে হয়েছে। অতঃপর আজ, শুক্রবার তৃতীয় ম্যাচের মাথায় দারুন কাম ব্যাক করেছে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব। প্রথম গোল ৭ মিনিটের মাথায় মাসুম আহমেদের পা থেকে। এমনকি শেষ গোলটিও তার, খেলার ৮২ মিনিটের মাথায়। তবে মাঝখানে ত্রিশ মিনিটে মাসুমের আরও একটি গোল। কার্যত দুই অর্ধে তিনটি গোল করে মাসুমের হ্যাটট্রিক সতীর্থদের অনেকটা উজ্জীবিত করেছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল চার গোলে এগিয়েছিল। খেলার ২২ ও ৩৭ মিনিটের মাথায় যথাক্রমে আবু সিদ্দিকী ও সাজন মিয়ার গোল দলকে জয়ের দিকে এগিয়ে নেয়। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৫ ও ৫৮ মিনিটের মাথায় যথাক্রমে শাহাবুদ্দিন মিয়া ও বিশাল চৌধুরীর দুই গোল দর্শকদের বেশ প্রশংসা পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত সাত গোলে জয় ছিনিয়ে সি ফুটবল লিগে। মোটকথা জয়ে ফিরে পুরো ৩ পয়েন্ট নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের ফুটবলাররা ঘরে ফিরেছে। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিশ্বজিৎ দাস, পল্লব চক্রবর্তী, তপন কুমার নাথ ও লিটন সাহা। দিনের খেলা: বেলা একটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আমরা ক-জনা বনাম সবুজ সংঘ।

চিনি পাচারকান্ডে অগ্নিগর্ভ বিশালগড়, মৃত্যু এক, গ্রেপ্তার পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ জুন: চিনির গাড়ি ধাক্কায় এখনো পর্যন্ত মৃত্যু হয় সাত জন, আহত ২১ জনের অধিক। এরপরেও বন্ধ নেই চিনির বাণিজ্য। বৃহস্পতিবার রাতে চিনি পাচারকারীদের গাড়ির চাপায় এক বাইক আরোহীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভে পরিণত হয় বিশালগড়ের চেলিখলা এলাকা। পুলিশ জনতার দফায় দফায় সংঘর্ষে পুলিশের দুটি গাড়িতে ভাঙচুর এবং অগ্নি সংযোগ হয়।

উল্লেখ্য বৃহস্পতিবার রাতে বিশালগড় থানাধীন চিলিখলা এলাকায় দ্রুতগামী চিনি বোঝাই বোলেরো গাড়ির ধাক্কায় টিআর০৭ ০৫১৫০ নম্বরের বাইকে থাকা দুজন ছিটকে রাস্তায় পড়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা আহত দুজনকে ঘটনাস্থল থেকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বাইক চালক বিষ্ণু লোধকে মৃত বলে ঘোষণা করে এবং ওপর সহযাত্রী বিজয় দাসকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালের রেফার করে দেয়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় চেলিখলা এলাকায়। স্থানীয় উত্তেজিত জনতা রাস্তা অবরোধ করে টায়ারে আগুন ধরিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্না লাল সেন, বিশালগড় থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি সহ বিশাল পুলিশ টিএসআর এবং সিআরপিএফ বাহিনী। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে রাস্তা অবরোধ শুরু হলেও রাত প্রায় এগারোটা পর্যন্ত সড়কে অবরোধমুক্ত করতে ব্যর্থ হয় পুলিশ।

পরে বিশালগড় থানার একটি জিপসি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ঘটলে পরিস্থিতি অন্যরকম মোড় নেয়। পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ শুরু করলে অপর পাশ থেকে পুলিশের উপর ইট পাটকেল ছুড়া শুরু করে বিক্ষুব্ধ অবরোধকারীরা। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভের মোড় নেয়। অবরোধকারীরা পাল্টা ধাওয়া করে পুলিশকে।

স্থানীয়দের দাবরানি খেয়ে এসডিপিও এবং বিশালগড় থানার ওসি সহ পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা বিশালগড় থানার দুই দুটি গাড়িতে ব্যাপক ভাংচুর চালায় বিক্ষুব্ধ জনতা। পরে পুলিশ পাল্টা ধাওয়া করলে আগুনের হাত থেকে রেহাই পায় গাড়িগুলো।

ঘটনাস্থলে বিশালগড় থানার ওসির গাড়িও ভাঙচুর হয়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজিব সূত্রধর। সিআরপিএফ জওয়ানরা পালটা ধাওয়া করলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চারজনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পরে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব। তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে বিশালগড়ের চিনির কারবার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য এবং পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করার ঘটনায় যারা অভিযুক্ত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেন।

শুক্রবার এই কান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচ জন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রাকেশ বর্মণ, ইউসুফ নবী, গোপাল বণিক, অভিজিৎ বর্মণ, দীপঙ্কর বর্মণ নামের পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পাঠানো হয় আদালতে। বিশালগড় থানায় ৪১/২০২৪ নাম্বার মামলায় ৩৪১,১৪১,১৪৮, ১৪৯/, ৭২৪/৪৩৫/৩৫৩/৩৩৩/৩০৭/১২০ (বি)৩৪ আইপিসি ধারায় লিপিবদ্ধ হয়। আদালত পাঁচজনকেই ৩রা জুলাই পর্যন্ত জেল কাস্টিটিতে পাঠায়।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় জলে ডোবা প্রতিরোধে জনসচেতনতা ও প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন: জলে ডোবা প্রতিরোধে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক জনসচেতনতা ও প্রশিক্ষণ শিবির পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সজল বিশ্বাস, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার ব্রাঞ্চ অফিসার ক্ষিরোদ দেববর্মা, জেলা প্রোগ্রাম আধিকারিক পিংকি পাল, এনডিআরএফ-১ম ব্যাটেলিয়ানের ইন্সপেক্টর আর কে মিনা, ইন্সপেক্টর মানদীপ মালিক, ইন্সপেক্টর অজিত কুমার ছাড়াও আগরতলা পুর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সচিবগণ, বিভিন্ন ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ।

প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার বলেন, জলে ডুবা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এবছর এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৮ জন জলে ডুবে মারা গেছেন। এরমধ্যে ৩ জন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার। জেলায় এই হারকে শূণ্যে নামিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, জুন মাসকে জলে ডুবা প্রতিরোধ মাস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। জেলাশাসক আশা প্রকাশ করেন এনডিআরএফ, বিভিন্ন ক্লাব, সামাজিক সংস্থা ও আগরতলা পুর নিগমের ওয়ার্ড সচিবগণ এই বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছে দেবেন। জেলাশাসক বলেন, জলে ডুবে মৃত্যু হলে বা আহত হলে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সহায়তা দেওয়ার সংস্থান রয়েছে।

প্রশিক্ষণ শিবিরে এনডিআরএফ-এর ইন্সপেক্টর আর কে মিনা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ত্রিপুরাসহ অন্যরাজ্য ও অন্য রাষ্ট্রে জলে ডুবে মৃত্যুর চিত্র তুলে ধরেন। তিনি এই বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে ও সাঁতার শেখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রশিক্ষণ শিবিরের পর ইন্সপেক্টর আর কে মিনার নেতৃত্বে এনডিআরএফ-এর জওয়ানগণ এবং স্বেচ্ছা সেবকগণ দুর্গাবাড়ি দিঘীতে জলে ডুবে গেলে সে ব্যক্তিকে উদ্ধার, প্রতিরোধ ও ত্রাণ কার্য চালানোর বিষয়ে মহড়ায় অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের আধিকারিক, সাধারন নাগরিক ও প্রশিক্ষণার্থীগণ।

কমলপুর স্কুল চত্বর এলাকায় ভীমরুলের বাসা ঘিরে উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৮ জুন: কমলপুরের বাইপাস সড়ক সংলগ্ন একটি ওভারহেড ট্যাংক-এ বাসা বেঁধেছে ঝাঁকে ঝাঁকে ভীমরুল। এর আশপাশে রয়েছে কমলপুর ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়, কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ বিদ্যালয়, আনন্দ মার্গ স্কুল, রয়েছে টুরিস্ট লজ, কমলপুর আদালতের বাড়ি। এছাড়া মানুষের ঘরবাড়িও রয়েছে। অতএব যেকোনো সময় ঘটতে পারে ভীমরুলের আক্রমণ।যদি কোনো পাখি অথবা কিছুর দ্বারা নাড়া দেওয়া হয় তাহলে কয়েক হাজার মানুষ তথা ছাত্র -ছাত্রী সহ ঐ সড়কে চলাচলকারী মানুষের বিপদ হতে পারে। কুড়ি মিটারের মধ্যে বিদ্যাজ্যোতি ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ বিদ্যালয়। ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ১৪০০ জন। ত্রিশ মিটারের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারকের আদালত এবং সরকারি টুরিস্ট লজ। সত্তর মিটারের মধ্যে আনন্দ মার্গ প্রাইভেট বিদ্যালয়। দুইশো মিটারের মধ্যে কমলপুর মডেল এস বি স্কুল। ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৪২৫ জন। রয়েছে পি এম শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র বালিকা দ্বাদশ বিদ্যালয়। ছাত্রী সংখ্যা হাজারের উপর। এছাড়া রয়েছে ঘনবসতি।আর এই সব কিছুর জন্য বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতরের পানীয় জলের ওভারহেড ট্যাংক। আর এর কারণ হচ্ছে ট্যাংকে কমপক্ষে পনেরো থেকে কুড়িটি মৌমাছির বিশাল চাক। কিছুদিন আগে কমলপুর সরকারি কলেজে মৌমাছির একটি চাকে বাজপাখির হানায় মৌমাছিরা উশৃংখল আচরণ করায় আহত হয়েছিলেন প্রায় তিরিশজন জন ছাত্র ও শিক্ষক। আর এখানে পনেরো কুড়িটি বিশাল চাক রয়েছে।জলের ট্যাংকের শীতলতা এবং উচ্চতাকে কাজে লাগিয়ে দিব্যি আবাস তৈরি করেছে মৌমাছিরা। মাঝে মধ্যে স্থানীয় মানুষজন এই মৌমাছির আক্রমণ সহ্যও করেন। কিন্তু যদি বাজপাখি বা চিলের মত শিকারী পাখি হামলে পরে তাহলে কি হবে? ১৫-২০ টি চাকের লক্ষাধিক মৌমাছি বা বোলতা আক্রমণ চালাবে পড়ুয়াদের উপর।এই বিষয়ে কৃষ্ণচন্দ্র বালিকা দ্বাদশ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুফল শুক্লবৈদ্য চিন্তা ব্যক্ত করেন। তিনি জানান -যে উচ্চতায় এই চাকগুলো এবং যে অবস্থানে রয়েছে সেখানে স্বাভাবিক ভাবে চাকগুলো ভাঙ্গা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে আগুন ও জরুরি পরিষেবা দফতর বা দমকলের ওয়াটার গান ব্যবহার করে রাতের আধারে চাকগুলো ভাঙতে হবে বলে ধারণা করেন তিনি।একই সঙ্গে চাক ভাঙার পর জলের ট্যাংকের বাইরের দিক গ্রিজের আবরণে ঢেকে দিলে তবেই আর বাসা তৈরি করবে না মৌমাছি। নাহলে প্রতিবছর এখানে তৈরি করবে চাক। থেকে যাবে বিপদের সম্ভাবনা। এখন প্রশাসন এই বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেয় সেদিকেই তাকিয়ে আছেন শিক্ষক অভিভাবক সহ এলাকাবাসী। তবে এই বিষয়টি মহকুমা প্রশাসন থেকে অতি দ্রুত পদক্ষেপ প্রয়োজন বলে মনে করছেন অভিবাবক থেকে সবাই।

অনুপ্রবেশের দায়ে দুই বাংলাদেশী মহিলা আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন: আবারো ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দায়ে দুইজন বাংলাদেশী মহিলাকে আটক করে জিআরপি। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় প্রতিনিয়তই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ চলছে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী কঠোর নজরদারি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যাচ্ছে না। দালালদের মারফতে কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে রাজ্যে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশ এর ঘটনা নিত্যদিনের হয়ে দাঁড়িয়েছে। গতকাল আগরতলা রেলস্টেশন থেকে দুই বাংলাদেশী মহিলাকে গ্রেফতার করেছে। জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে বাংলাদেশি নাগরিক বহিঃরাজ্যের উদ্দ্যেশে রওয়না দেবেন। সেই খবরের ভিত্তিতে রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে জিআরপি। সে সময় পুলিশ সন্দেহভাজন দুইজন মহিলাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদে তারা ত্রিপুরায় অবৈধভাবে প্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ বেঙ্গালুরু ,কেউ কর্ণাটকে যেতে চেয়েছিল ট্রেনে করে। ধৃতরা হলেন, বাংলাদেশের বাসিন্দা ফিরুজা খাতুন (২২), অনামিকা আক্তার (২০)।

পুকুর থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৮ জুন: পুকুর থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় কমলপুর শহরের হারের খোলা হাই স্কুল সংলগ্ন এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রাথমিক ভাবে পরিবারের সদস্যদের ধারনা, জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। কারন, প্রতিদিন সে নেশায় আসক্ত থাকতেন।মৃতের বড় ভাই রাকেশ দাস জানিয়েছেন, আজ কমলপুর শহরের হারের খোলা হাই স্কুল সংলগ্ন এলাকায় সংলগ্ন পুকুর থেকে রাজেশ দাসের(৩৭) মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তার ছোট ভাই রাজেশ দাস অবিবাহিত। সব সময় সে নেশায় আসক্ত থাকতেন। বৃহস্পতিবার বিকালে প্রচন্ড বৃষ্টি হয়েছিল। সম্ভবত সন্ধ্যার আগে পুকুর পাড়ে গিয়েছিল পুকুর থেকে মাছ বেড়িয়ে যায় কিনা দেখতে। সেখানে যাওয়ার পর হতো মাথা ঘুরিয়ে পুকুরে পড়ে যায়। আর উঠতে পারেনি। এরপর সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত রাজেশকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুজি শুরু করেছিলেন। শুক্রবার সকালে পুকুরে রাজেশের ভাসমান মৃতদেহ দেখতে পায়।সাথে সাথে খবর দেওয়া হয়েছে কমলপুর থানায়। পরে পুলিশ কমলপুরের ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্টের কর্মীদের খবর দিয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে।

যান দুর্ঘটনায় নিহত এক আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৮ জুন: শান্তির বাজার নতুন পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন এলাকায় যান দুর্ঘটনায় আহত দুই নিহত এক। ঘটনার বিবরনে জানাযায়, শুক্রবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৬ টা ৪০ মিনিট নাগাদ শান্তির বাজার পুরাতন পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন এলাকায় টিআর০৩-সি-৭১৩২ নাম্বারের বাইককে একটি অজ্ঞাত পরিচয়ের অটোগাড়ী ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। এতে করে বাইক চালক ও বাইকে থাকা ব্যক্তি জাতীয় সড়কে ছিটকে পরে যায়। অপরদিকে রাস্তায় থাকা এক পথচারী এই দুর্ঘটনায় সামান্য আহত হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুততার সহিত ঘটনাস্থলে ছুটে যায় শান্তিরবাজার দমকল বাহিনীর কর্মীরা। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্থ সকলকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বাইকে থাকা এক ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষনা করে। অপরদিকে বাইক চালককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেরে দেওয়া হয়। এই দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তি বেতাগা বিকির্ন বৈদ্য পাড়ার বাসিন্দা মন্টু সিংহ। অপরদিকে বাইক চালক হলো সুভাষ কলোনী এলাকার বাসিন্দা সম্ভু মজুমদারের ছেলে শুভজিৎ মজুমদার। জানাযায় শুভজিৎ মজুমদারের কাছে ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। সে ডাইভ্রিং লাইসেন্স ছাড়া ও হেলমেট ছাড়া বাইক চালাচ্ছিলো। এরমধ্যে বাইকে মন্টু সিংহকে নিয়ে যাবার সময় একটি বাসগাড়ী ও অটোকে ওভারট্রেক করতেগিয়ে অটোর সঙ্গে বাইকটি সংঘর্ষ ঘটেবলে জানাযায়।

এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন:রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন সুভাষ নগরে এক মোটরস শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে শহরতলীর সুভাষ নগর এলাকায়। নিহত ব্যক্তির নাম বলাই রায় (৩০)।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও বলাই রায়ের মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও জানতে পারেনি। পুলিশের দাবি ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসার পরইবলাই রায়ের মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

পেশায় গাড়ির চালক বলাই প্রায় ৫ বছর আগে বিয়ে করে। তাদের একটি সন্তান রয়েছে। অভিযোগ, বিয়ের কয়েক বছর পর থেকেই বলাই নাকি তার স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতে শুরু করে। স্বামীর ক্রমাগত অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মহিলা শেষ পর্যস্ত তার সন্তানকে নিয়ে নিজের বোনের বাড়িতে চলে যায়। বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর বলাই শেষ পর্যন্ত স্ত্রী ও সন্তানকে দেখতে সুভাষ নগরে বোনের বাড়িতে আসে। সেখানেই শুক্রবার উদ্ধার হয় তার মৃতদেহ।

পুলিশ এ ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুজনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এর পেছনে বড় ধরনের কোন রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন। ঘটনার সঠিক তদন্ত হলে আসল রহস্য বেরিয়ে আসবে।

এমবি টিলা বাজার পরিদর্শনে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন: আজ এমবিটিলা অরুন্ধতী নগর নবনির্মিত বাজার শেডের কাজ পরিদর্শনে গিয়েছেব আগরতলা পুরো নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। এদিন পরিদর্শনকালে তাঁর সাথে ছিলেন পৌর নিগমের কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব, কর্পুরেটর অলক রায় ও পৌর নিগমের অন্যান্য আধিকারিকরা। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র বলেন, ১৪ মাস আগে এম বি টিলা বাজারের সৌন্দর্যায়নের কাজ হাতে নিয়েছিল পুর নিগম। পরবর্তীকালে নিম্নমানের কাজ এবং ধীরগতিতে কাজ হওয়ার কারণে কাজ বন্ধ করে দেই। আজ সেই এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছেন তিনি।এদিন তিনি বলেন, নতুন করে টেন্ডার আহ্বান করা হবে এবং দুর্গাপুজোর আগে কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই অর্থবছরেই কাজ শেষ করা হবে। উন্নয়নের কাজের সঙ্গে কোনো আপোষ নয়। গুনগত মান মেনেই কাজ করতে হবে।

ধৃত টোটো চুরি চক্র উদ্ধার ৪ টি টোটো

বাসন্তী,২৮ জুন (হি. স.) : বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই বাসন্তী থানার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে টোটো চুরির ঘটনা ঘটছিল। রাতের অন্ধকারে বাড়ির বাইরে থেকে কোথাও আবার ঘরের দরজা ভেঙে টোটো চুরি করে পালাচ্ছিল অভিযুক্তরা। এই বিষয়ে বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই বাসন্তী থানায় একাধিক লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে বাসন্তী থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার হাতে নাতে টোটো চুরির একটা গোটা গ্যাংকেই ধরে।

উত্তর জেলায় বিদ্যার্পন'র বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৮ জুন: শিক্ষা বিমুখতা থেকে ছাত্রীদের মুক্ত রাখার লক্ষ্যে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তর জেলায় এ উপলক্ষে বেশ কয়েকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষকদের নিয়ে এক মহতি কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তর জেলা প্রশাসন এবং জেলা শিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে উদ্বোধন হলো বিদ্যার্পন এর বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অধ্যায়। উত্তর জেলা প্রশাসন এবং জেলা শিক্ষা দপ্তরের যৌথ প্রয়াসে উদ্বোধন হলো বিদ্যার্পনের বেটি বাঁচাও বেটি পড়াওর অধ্যায়।

জেলা জুড়ে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উত্তর জেলার জেলাশাসক তথা সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্ধন।স্বাগত ভাষণ রাখেন জেলা শিক্ষা অধি কর্তা সুখময় নাথ, ছিলেন জেলা শিক্ষা এবং সোশ্যাল অফিসার প্রসেনজিৎ দেববর্মা, তাছাড়া তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা দিলীপ দেববর্মা। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ , প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষিকা এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

উদ্বোধক দেবপ্রিয় বর্ধন ধন্যবাদ জানান এই কাজের সাথে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা জড়িয়ে রয়েছেন তাদেরকে। প্রাথমিকভাবে আটটি স্কুলকে এ পর্যায়ে আনা হয়েছে এবং বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশন বিদ্যালয় থেকে সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম পর্যালোচনা করা হচ্ছে। উদ্বোধক বলেন, এই অনুষ্ঠান হচ্ছে মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়তি কিছু দেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে বিদ্যালয় বিমুখ থেকে মুক্ত করার জন্য। এই শিক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা যাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে কোন ধরনের ডাউট থাকে তা পরিষ্কার করা হয় এই শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে। এই শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা ও তাদের শিক্ষকের কাছে প্রয়োজনীয় জিনিসের জিজ্ঞাসা করতে পারে যার সঠিক উত্তর দিতে শিক্ষক শিক্ষিকারা বাধ্য বলে জানান জেলা প্রশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন। শুধুমাত্র উদ্বোধন নয় বিভিন্ন শিক্ষক শিক্ষিকারা যারা এই শিক্ষা কাজে যুক্ত রয়েছেন তাদেরকে তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন জেলা শাসক। কোথায় কি অসুবিধা হচ্ছে? কেমন করে দূর করা যায় তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন সবার সাথে জেলা শাসক। অনেকেরই বক্তব্যে ফুটে ওঠে যে অত্যাধুনিক টেকনিক টিকে না পারায় বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী এর সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে না বা ছাত্র-ছাত্রীদের শেষ কোন সহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। কেমন করে আরো বেশি শিক্ষা দান ছাত্রছাত্রীদের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় তা নিয়ে বিশদ আলোচনা রাখেন জেলা শাসক।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-র শুভ রথযাত্রা বিশেষ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অফার

আগরতলা, ২৮ জুন : শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে শুভ রথযাত্রা উৎসব- বিশেষ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অফার যা চলবে ১ থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত। এই রথযাত্রা হল এমন একটি বার্ষিক উৎসব যা আজ থেকে ৬৪ বছর আগে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের পথ চলার যাত্রা তথা শুভ সূচনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই উৎসব উদযাপনের বিশেষ উদ্দেশ্য হলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানানো। কারণ তিনি যেভাবে পথ দেখিয়েছেন তার দ্বারাই আজ এই সংস্থা এক বিশেষ জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছে।এছাড়া সেই সমস্ত গ্রাহকদেরও অসংখ্য ধন্যবাদ যাদের সহযোগিতা ছাড়া এই সাফল্য সম্ভব ছিল না। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই বার্ষিকী অফারটি বিশেষ ছাড় এবং অন্যান্য আকর্ষণে পরিপূর্ণ। ৩৭৫ টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়।১০০ শতাংশ ছাড় হিরের গয়নার মজুরিতে।১৫ শতাংশ ছাড় গ্রহ-রত্নের এমআরপি-তে। এছাড়া প্রত্যেক গ্রাহক বন্ধুদের জন্য থাকছে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আশির্বাদধন্য প্রসাদ।

একটি বিশেষ প্রিভিউতে, বিশিষ্ঠ অভিনেতা জিতু কমল এই বছরের বিশেষ "রথযাত্রা" উৎসব উপলক্ষে

সোনা ও হিরের গহনার চোখ ধাঁধানো কালেকশনের উদ্বোধন করেন। জিতু কমল বলেন, "এখানে এসে আমি খুবই আনন্দিত। এখানকার গয়নার নতুনত্ব, নকশা এবং কারুকার্য আমার খুব পছন্দ হয়েছে।"শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা জানান, " আজ থেকে ৬৪ বছর আগে রথযাত্রার দিনে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স তার পথ চলা শুরু করেছিল। ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং সমস্ত শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা আর ভালোবাসায় আজ আমরা এতটা পথ আসতে পেরেছি।" "শুভ রথ-যাত্রা হল সেই ঐশ্বরিক শক্তির প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানানোর বিশেষ দিন। একই সঙ্গে বিশেষ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অফার আমাদের সব গ্রাহক-বন্ধুদের জন্য।আমাদের হাত ধরে, একসাথে, সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।" বলেন রূপক সাহা, শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর অন্যতম ডিরেক্টর।"শুভ রথযাত্রা - বিশেষ বার্ষিকী অফার" চলবে ১ থেকে ১০ জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত। ত্রিপুরার (আগরতলা এবং উদয়পুর) এবং কলকাতায় (গড়িয়াহাট, বেহালা এবং বারাসাত) শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের সমস্ত শোরুমে এইসব অফার চালু থাকবে।সকলের মঙ্গল কামনা করে এবং এই উৎসবে সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।